182. Pc. 928. 8.

বাঙ্গালী মুস্‌লমানের শিক্ষা সমস্যা

[নিউস্কীম মাদ্রাসা-শিক্ষার সংস্কার-প্রস্তাব]

মৌলবী আবুল হুসেন, এম. এ, বি. এল
ভূতপূর্ব্ব সহকারী শিক্ষক, হেয়ার স্কুল, কলিকাতা ;
ভূতপূর্ব্ব লেকচারার, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ;
মেম্বর, ঢাকা ইউনিভার্সিটী কোর্ট ;
মেম্বর, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ড ;
—উকিল, জজকোর্ট, ঢাকা।

১৯২৮

182. Pc. 928. 8.

বাঙ্গালী মুস্‌লমানের শিক্ষা সমস্যা

[নিউস্কীম মাদ্রাসা-শিক্ষার সংস্কার-প্রস্তাব]

মৌলবী আবুল হুসেন, এম. এ, বি. এল
ভূতপূর্ব্ব সহকারী শিক্ষক, হেয়ার স্কুল, কলিকাতা ;
ভূতপূর্ব্ব লেকচারার, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ;
মেম্বর, ঢাকা ইউনিভার্সিটী কোর্ট ;
মেম্বর, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ড ;
—উকিল, জজকোর্ট, ঢাকা।

১৯২৮

প্রকাশক—
সৈয়দ ইমামুল হোসেন
মডার্ণ লাইব্রেরী
৭৪নং নবাবপুর, ঢাকা।

মূল্য—চারি আনা

PRINTED BY
S. A. Gunny.
At the Alexandra S. M. Press, Dacca.

নিবেদন

খোদাতায়ালার অশেষ কৃপায় "বাঙ্গালী মুস্‌লমানের শিক্ষা সমস্যা" সাধারণের আলোচনার জন্য পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছি। এই পুস্তিকাতে যাহা সন্নিবিষ্ট হয়েছে—উহা "মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজের" দুইটী অধিবেশনে দুইটী প্রবন্ধ আকারে পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল। প্রথম অংশ সমাজের মুখপত্র প্রথম বর্ষের "শিখা"য় মুদ্রিত হয়েছিল। দ্বিতীয় অংশ পঠিত হওয়ার দিন শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তাতে উৎসাহিত হয়ে আমি ইহা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে দুঃসাহসী হয়েছি। আশাকরি বাঙ্গালী মুস্‌লমানের নেতৃবৃন্দ ও দেশ-হিতৈষী সুধীবর্গ এই পুস্তিকা উপলক্ষ করে আমাদের শিক্ষা-সমস্যা সমাধান করবার জন্য আর কালবিলম্ব না করে উঠে পড়ে লাগবেন। তাহলেই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করবার উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হয়েছে মনে করব।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। লেখকের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর হতে দেশে New Scheme মাদ্রাসার দোষ ত্রুটী নিয়ে বেশ আলোচনা চলেছে। এমন কি এবারকার শিক্ষা-বিভাগের সরকারী পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টেও এই Schemeএর উপর কটাক্ষ করা হয়েছে। এতে মনে হয়, একটু চেষ্টা করলেই আমরা সত্বরই আমাদের শিক্ষার সংস্কার করতে পারব।

— প্রকাশক

বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা

বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি সে জীবন নিতান্ত হীন, নিতান্ত দরিদ্র, নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। অর্থ বলুন, রুচি বলুন, আনন্দ বলুন, কিছুই সে জীবনে নাই। মানুষের জীবনধারণের জন্য যতটুকু না হলে চলে না সেইটুকু মাত্রই তার সম্বল। চতুর্দ্দিক হতে তার সমস্ত সম্পদ সরে যাচ্ছে। সমাজের গৌরব যা দিয়ে বাড়াতে হয় তার কিছুই তার নাই বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। আজ বাঙ্গালী মুসলমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট, কোনটীতেই নাই। সম্পদ ও কল্যাণ যে পথে আসে সে পথ তার পক্ষে রুদ্ধ হয়ে আছে। কেবল ভিক্ষুক, কারানিগৃহীত, লাঞ্ছিত, পরপদদলিত, পরাশ্রয়ভিখারীর দল বেড়ে চলেছে। আজ প্রায় দুই শত বৎসর হতে চললো ব্রিটিশ পতাকা এদেশে উড়ছে। সেই পতাকার তলে দাঁড়িয়ে হিন্দু আজ বিশ্বজ্ঞানের অধিকারী হয়ে বিশ্বসম্পদ আহরণ করতে শুরু করেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট প্রভৃতি সমস্ত বিভাগে হিন্দু আজ প্রতিপত্তি অর্জ্জন ক'রে স্বদেশ স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন করেছে। আর আমরা মুস্‌লমান সমস্ত সম্পদের পথ রুদ্ধ করে অবনতির চরমসীমায় দ্রুত অগ্রসর হয়েছি। এই পার্থক্যের কারণ কি? কেন মুসলমানের এ দুর্গতি?

এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দিতে গেলে বল্‌তে হবে আমাদের শিক্ষা নাই—আমরা জ্ঞানের সঙ্গে বহুদিন হতে বিরোধ করে বসেছি এবং দর্শন

বিজ্ঞান ও আর্টকে আমাদের শিক্ষা-কেন্দ্র হতে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি—এই ভয়ে, পাছে তাতে আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম আমাদের এতই নাজুক! ব্রিটিশের সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত মন যখন এদেশে আস্‌ল এবং আমাদের আড়ষ্ট মনকে আঘাত করল তখন হিন্দু সে আঘাতে জেগে উঠে সে মনকে আলিঙ্গন দ্বারা বরণ করে নিল আর আমরা সে আঘাতে জাগতে ত চাই-ই নাই বরং চোক রাঙিয়ে সে মনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ইউরোপের জ্ঞানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি—কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সে নিদারুণ ভুলের কোন সংশোধনেরই চেষ্টা করি নাই। বরং সে ভুলকে বর্ত্তমানে আমরা আরো জোর করে আঁকড়ে ধরেছি। অথচ এই ব'লে আমরা সান্ত্বনা পাই যে, একদিন মুসলমানই ইউরোপকে তার দর্শন বিজ্ঞান শিখিয়েছিল। কিন্তু এটুকু আমরা বুঝি না যে, আজ আমরা কড়ার ভিখারী-আমাদের মুখে সে গর্ব্ব, সে আস্ফালন আদৌ শোভা পায় না।

আজ যদি আমরা সে গৌরবের অধিকারী হতে চাই এবং তার দাবী করতে চাই তাহলে আবার আমাদের মধ্যে ইবন্ খলদূনের মত ঐতিহাসিক, আল্-গাজ্জালী, ইবন্ রোশদ, ইবন্ সিনার মত দার্শনিক, হজরত ওমরের মত চরিত্রবান্ রাষ্ট্রবিৎ, গেবরের মত বৈজ্ঞানিক, আবু হানীফার মত তত্ত্বদর্শী প্রতিভার আবির্ভাব হওয়া চাই। তাহলে আমরা অতীতের সত্যকে প্রমাণ করতে পারব—নতুবা আমাদের মুখে সে অতীতের গৌরব কাহিনী অন্যের নিকট অলীক উপকথা বলে প্রতীয়মান হবে। নিজকে খাড়া করে, নিজেকে সৃষ্টি করে অতীতকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এরই অন্য নাম অতীতকে নূতন করে সৃষ্টি করা। এই নবসৃষ্টি সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে। হিন্দু আজ নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে নানাজ্ঞানে বিভূষিত হয়ে তার অতীতের প্রতি বর্ত্তমান জগতের শ্রদ্ধা

আকর্ষণ করেছে। আজ আমরা তাদেরও সমকক্ষ হতে পারছি না কেন? তার কারণ আমাদের সুশিক্ষার অভাব। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি চিত্ত-বিকাশ ও মস্তিষ্ক-সম্প্রসারণের অন্তরায় হয়েছে। এই শিক্ষাপদ্ধতি কেমন করে যুগের প্রয়োজন মিটাতে পারে সেই হচ্ছে সমস্যার সমস্যা।

দেশের কল্যাণ-বৃদ্ধি যদি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় তাহলে মোটের উপর বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারও পক্ষে উপযোগী নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মুসলমানের শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা বিভিন্ন এবং তার ফলও বিভিন্ন—এজন্য আমি এস্থলে শুধু মুসলমানের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধেই বলতে চাই। এই শিক্ষা-পদ্ধতির ফলে যে মুস্‌লমান সমাজ অনেকটা অন্যান্য উন্নতিমুখী জাতির উপর ক্রমশঃ বোঝাস্বরূপ (drag) হয়ে উঠছে-তা এখনই ভাল করে সমঝে দেখা প্রয়োজন। বর্ত্তমান জগতের যে যে দেশে মুস্‌লমান আছে সেই সেই দেশে তাদের অবস্থা নিতান্ত হীন। তাদের দুরবস্থা তত্তৎদেশের অমুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৎসর দুই পূর্ব্বে অধ্যাপক লিমের মুখে শুনেছিলাম চীনের কোটী কোটী মুসলমান নিতান্ত দুঃস্থ নিরক্ষর ও নির্ব্বোধ। আমরা নিজেরাও প্রত্যক্ষ করেছি গত বৎসর কতকগুলি ইরানী মুস্‌লমান নর নারী পুত্রকন্যা সহ নানা মিথ্যা উক্তি করে ঢাকায় তথায় বাংলার সর্ব্বত্র ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল। এ সমস্ত কথায় আস্থা স্থাপন আমরা নাও করতে পারি, কিন্তু একথা ঠিক যে, বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কোন দেশের কোন মুস্‌লমান কোন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কিছুই করেন নি। বর্ত্তমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট ঘেঁটে দেখুন মুস্‌লমানের সৃষ্টি কিছু নাই বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য আধুনিক তুর্কী ও আফগানিস্থান এই অধঃপতনেরই Reaction বলতে হবে। কিন্তু যদি এই কথা সত্য হয় তাহলে কি খুব

লজ্জার কথা নয়? **এই যে জ্ঞানের রাজ্যে মুসলমান একেবারে গর- হাজির; এর কারণ কি?** যে মুসলমান এক দিন নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার ক'রে মানুষের শ্রী, কল্যাণ ও জ্ঞানকে বহুমুখী করে ছড়িয়ে দিয়েছিল তারই বংশধর আজ বিপুল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এটা ভাববার কথা।

মুসলমানের এই দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডাঃ Crozier তাঁর "Progress and Civilisation" গ্রন্থে বলেছেন, "Islam did open up an outlet for social aspect of human thought and aspiration but soon its secret structure began to reveal itself and was found to be incapable of expansion, devoid of sympathy and fatal to material and intellectual advancement. The Koran professed to be not only a spiritual revelation but a scientific treatise; to close not only the book of inspiration but the book of knowledge. It accordingly discouraged all attempts of man to discover the order of the world and thereby to improve his condition; while its central doctrine led him to repose indolently on the decrees of an inexorable fate. The consequence was, under this belief human mind stagnated; as we see at this hour in those nations that are deeply imbued with its spirit, progress, civilisation and morality lie rotting together."

অর্থাৎ সত্যই ইস্‌লাম মানবচিন্তার ও আকাঙ্ক্ষার সামাজিক দিকটা বিকশিত করবার জন্য একটা পথ উন্মুক্ত করেছিল; কিন্তু শীঘ্রই ইহার

মূল ভিত্তি ও গঠন প্রকাশিত হয়ে পড়ল—ফলে দেখা গেল ইহার উপর সৌধনির্ম্মাণের আর উপায় নাই—এবং ইহা বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও জ্ঞান-বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোরাণ যে কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ বলে দাবী করে তাহা নহে ইহা সর্ব্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বলে পরিচিত। কোরাণের আবির্ভাবে শুধু যে খোদার বাণী রুদ্ধ হয়েছে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও রুদ্ধ হয়েছে। এমন কোন পুস্তক নাই বা হবে না যা কখন কোরাণের সমকক্ষ হতে পারে। এই হ'ল মুস্‌লমানের ধর্ম্মমত। কাজেই, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী-মুস্‌লমান জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের সর্ব্বচেষ্টা ত্যাগ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার স্বকীয় জীবনের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টাও ত্যাগ করেছে। তক্‌দীরের উপর সমস্ত দোষ চেপেই সে নিষ্কৃতি লাভ করতে চাচ্ছে। এতে মুস্‌লমানের মন ও কর্ম্মস্রোত রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই দেখতে পাই যেখানে মুস্‌লমান সেখানেই উন্নতি, সভ্যতা ও নৈতিক বল সমস্তই একাধারে ধসে যাচ্ছে"।

একথা হয়ত ষোল আনা ঠিক নয়; কিন্তু এর মধ্যে যে সত্য টুকুর ইঙ্গিত আছে সেটা আজ প্রণিধান-যোগ্য।

এখন আমাদের ঘরের দিকে তাকাই। আজ আমরাও যে উন্নতিমুখী হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল শুভ চেষ্টায় আমাদের দুর্বুদ্ধি ও দুর্গতির দ্বারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছি তা বোধ হয় প্রমাণ করতে হবে না। তারই কারণ নির্দ্ধারণ করা এ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। আজ আমাদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করতে হবে যে ব্রিটিশ এদেশে পুরাপুরি আধিপত্য বিস্তার করেই দেশ-বাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমতঃ সে ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুস্‌লমানের আইন কানুন জানতে হলে তাদের পরিচিত ভাষা ও গ্রন্থের চর্চ্চা করা প্রয়োজন। এজন্য ওয়ারেনহেষ্টিংস্ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা এবং জোনাথান ডানকান্ ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বেনারেসে

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা মাদ্রাসা সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিশ-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র। সরকার এই উভয় শিক্ষাকেন্দ্রে প্রভূত অর্থব্যয় করতেন। ১৭৮৪ অব্দে বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার দ্রুত চলতে থাকে। সার উইলিয়ম জোন্‌স্ প্রমুখ পণ্ডিত গণের গবেষণায় আরবী ও সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা বহুল-পরিমাণে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ১৮১৩ অব্দে লর্ড মিণ্টো দেশীয় বিদ্যার সঙ্গে ইউরোপীয় জ্ঞান-চর্চ্চার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ১৮২৩ অব্দ পর্য্যন্ত মিণ্টোর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ১৮২৩ অব্দে উক্ত টাকা আরবী ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত করবার জন্য ব্যয় করা হয়।

ইতোমধ্যে দুইটী কারণের আবির্ভাবে সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথম কারণ খৃষ্টান পাদ্রীদের চেষ্টা এবং দ্বিতীয় কারণ ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য কলিকাতার তৎকালীন চিন্তাশীল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু-নেতৃবর্গের স্বতঃপ্রণোদিত দাবী ও আন্দোলন। স্কটিস চার্চ্চ কলেজ ও মাদ্রাজ খৃষ্টিয়ান কলেজ পাদ্রীদের কীর্ত্তি; আর হিন্দু কলেজ হিন্দুনেতৃ-বর্গের সেই আন্দোলনের ফল। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করবার প্রয়োজন এখানে নাই; কিন্তু যে মহাপুরুষ এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ছিলেন তাঁর সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। রাজা রাম-মোহনই সর্ব্বপ্রথম "ইউরোপীয় শিক্ষা"র জন্য ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা আরব্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি ইংরাজীতে দক্ষ হয়েছিলেন; শুধু-ভাষায় নয়, ইংরাজী দর্শন, ইতিহাস ও ক্যালচরে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। তখনও দেশে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রাম-মোহন শিক্ষা-ক্ষেত্রে নূতন প্রণালী অবলম্বন করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই নব-পদ্ধতি দ্বারা তিনি

প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং অতীতের কুসংস্কার ও ধারণা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত উজ্জ্বল হয়ে দেশবাসীকে গলাছেড়ে এই নব-শিক্ষায় আহ্বান করেছিলেন। কলিকাতায় যখন প্রথম সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয় তখন তিনি তাঁর প্রতিবাদ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের পরিবর্ত্তে আধুনিক আর্টকলেজের আদর্শে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ জেম্‌স্ বলেন "To him must be ascribed the introduction of liberal education in Bengal" অর্থাৎ বাংলার আধুনিক শিক্ষার জন্য সমুদয় বাহাদুরী রাম-মোহনের প্রাপ্য। তিনি এই সম্পর্কে বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লিখেন তার মধ্যে তিনি সংস্কৃত-শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক কথা প্রকাশ করেন। সেস্থলে তিনি বলেন, "This Seminary (Proposed Sanskrit School) similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon, can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. অন্য এক স্থলে তিনি বলেন, "It had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge. The Baconian philosophy would not have been allowed to displäce the system of the Schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit System of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British

Legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus." এই পত্রে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পারশী আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষায় যে এদেশের কোন কল্যাণ সাধিত হবে না এবং ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত যে দেশের কুসংস্কার দূরীভূত হবে না তাহা রামমোহন সম্যক রূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এই দূরদর্শিতার ফলে এদেশের যুগসঞ্চিত দৃঢ়নিবদ্ধ ধারণাকে উচ্ছেদ করতে তিনি যে বিপুল সহায় হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। বাংলা তথা ভারতের সৌভাগ্য যে সে যুগে রামমোহনের মত মহাপুরুষ জন্মেছিলেন এবং তার সঙ্গে মহাচেতা ডেভিড্ হেয়ার ও সার এড্ওয়ার্ড হাইড্ ইষ্ট সংযুক্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু দুঃখের সহিত লিখ্তে হবে যে, সে যুগে এমন কি আজ পর্য্যন্ত বাংলার মুস্লমান সমাজে রামমোহনের মত পাশ্চাত্যজ্ঞানদীপ্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই। রামমোহন যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেন তখন মুস্লমান রাজ্যহীন হয়ে ক্ষোভে দুঃখে ইংরাজকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে থাকে সুতরাং ইংরাজীশিক্ষার কথা তার মুখে উঠ্তেই পারে নাই। মানুষ সাধারণতঃ প্রাচীনপন্থী স্থিতিশীল। শিক্ষা-ক্ষেত্রে একথাটী আরও সত্য। ওয়ারেন হেষ্টিংস এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে মুসলমান সমাজকে

স্থির করবার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত করেন। দূরদর্শী হিন্দু-নেতৃবর্গ কালবিলম্ব না করে এবং মুসলমানের মত আক্ষেপে দিন না কাটিয়ে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করবার জন্য হিন্দু কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৮১৭ খৃঃ অব্দে। হিন্দু কলেজ কালক্রমে প্রেসিডেন্সিকলেজে পরিণত হয়। মুসলমান সমাজ কলকাতা মাদ্রাসা নিয়েই থাক্‌লেন। কলকাতা মাদ্রাসার পর চট্টগ্রাম, ঢাকা হুগলীর মাদ্রাসাগুলি ব্যতীত সরকার ১৯২৬ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য অন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন নাই কিংবা ১৯২৬ সালের প্রতিষ্ঠিত সাদাত-কলেজ ব্যতীত মুসলমান সমাজ স্বাধীনভাবেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে নাই। তার কারণ মুসলমান সমাজে তার জন্য কোন তীব্র আন্দোলন হয় নাই। হিন্দু নেতৃবর্গ যাহা ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করতে সরকারকে বাধ্য করেছিলেন তাহাই মুসলমান সমাজ পেয়েছে কলকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজে মাত্র ১৯২৬ সালে। এই হিসাবে ধরলে বল্‌তে হবে **মুস্‌লমান সমাজ হিন্দু সমাজের একশত নয় বৎসর পশ্চাতে।** এই একশত নয় বৎসরের জের যদি পূরণ করতে হয় তাহলে যে আজ মুসলমানকে কি করা উচিত তাহাও মুসলমান নেতৃবর্গ অবগত নন। যদি ১৮১৭ সালের হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের সহিত বর্ত্তমান ইস্‌লামিয়া কলেজের শিক্ষকদের তুলনা করি তাহলে বুঝতে পারা যায় মুসলমান সমাজে প্রকৃত শিক্ষার জন্য কোন ক্ষুধা নাই কিংবা তার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই। ডিরোজিওর মত শিক্ষক হিন্দু সমাজের শিক্ষাকে কতখানি উন্নত করেছেন তা ভাবলে সত্যই ইসলামিয়া কলেজের ব্যবস্থা দেখে নিতান্ত নিরাশ হতে হয়। বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ কি ডিরোজিওর মত লোককে আর এখন পেতে পারেন? কখনও নয়। এমন অবস্থায় ইস্‌লামিয়া কলেজে যে সমস্ত

বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাহা আরও অধিকতর উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে দেওয়া উচিত ছিল। এইরূপ অল্প উপকরণ দিয়ে এই কলেজ কেমন করে মুসলমানের জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করতে সমর্থ হবে তা ভেবে পাই না। যে সমস্যার সমাধানকল্পে হিন্দুসমাজ হিন্দুকলেজ পেয়েছিলেন আজ একশত বৎসর পরে আমাদের সেই সমস্যাই বিষম হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু ঐ সমস্যা ঠিক ১৮১৭ সালের ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করলে প্রকৃত সমাধান পাওয়া যাবে না। আজ আমাদের নূতন করে সে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

একশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সমাজ সংস্কৃত শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে পাশ্চাত্যজ্ঞানকে বরণ করেছিল—আর একশত বৎসর পরে আমরা সেই আরবী শিক্ষাকেই পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেছি নব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সমূহে। **প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ ক'রে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না সে বুদ্ধি আজও আমাদের হয় নাই।** আজ তাই আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে একটুখানি ইংরাজী জুড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিশ্চিন্তমনে আত্মবিস্মৃত হয়ে নিদ্রা দিচ্ছি।

সেন্সাস্ ঘেঁটে দেখি একটী হিন্দু ছেলে ৮ বৎসর বয়সে যা আয়ত্ত করে ঠিক তাই আয়ত্ত করে একটী মুস্লমান ছাত্র ১১ বৎসর বয়সে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষায় মুস্লমান হিন্দুর কাছে হটে যেতে বাধ্য। এর কারণ মুস্লমানদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য উৎকট উদ্বিগ্নতা। শিশু কথা না বলতে শিখতেই দুর্ব্বোধ্য আরবী শব্দের সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য হয়। হয় পিতা না হয় শিক্ষক বেত্রহস্তে সেই আরবী শব্দ কণ্ঠস্থ করাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। প্রতিদিন প্রাতে যখন শিশু প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যের সহিত একটু পরিচয় করবে ঠিক সেই সময় তাকে কোরাণ বগলে কি কাঁধে করে মসজিদে যেতে হয়। সেখানে উস্তাজ্জীর সেই

নিদারুণ বেত্রাঘাতের সহিত তার জীবনযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই নিষ্ঠুরতার দৌরাত্ম্যের মধ্যে মুস্‌লমান ছাত্রের ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ হয়। অতি কষ্টে আরবী শব্দ কণ্ঠস্থ করতে করতে তার শিক্ষার প্রতি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। সুকুমার-মতি শিশু অনেকেই এই নিষ্পেষণের চাপে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। একদিকে তাদের সম্মুখে আরবী ভাষা অন্যদিকে উস্তাজ্জীর তাম্বি ও বেত্রাঘাত—এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে মুস্‌লমান শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। এই জবরদস্তীর ফল যে বিষময় হয়েছে সমাজপতিরা আজও তা খতিয়ে দেখ্‌ছেন না—কোরাণ খতম করে অনেকেই শিক্ষার হাত হতে চির বিদায় গ্রহণ করে এবং উত্তরকালে তারাই নানাবিধ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। কোন দার্শনিক বলেছেন, 'morality enforced is immorality in fact' জবরদস্তীতে ধর্ম্মশিক্ষা দিলে তার ফল বিপরীত ফলে। মুসলমান সমাজের মধ্যে আজ যারা নানা কু-আচারে লিপ্ত তাদের বাল্য জীবনের ইতিহাস ঘাঁট্‌লে দেখা যাবে তাদের অনেককেই উস্তাজ্জীর একমাত্র সম্বল সেই বেত্রাঘাত খেতে হয়েছে এবং সেই বেত্রাঘাতই তাদিগকে বিপথে চালিয়েছে। শিক্ষার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা যে এহেন কোরাণ শিক্ষার আশু-ফল তা প্রমাণ করার জন্য বেশী কষ্ট পেতে হয় না। যে সমস্ত ছাত্র মসজিদে কোরাণ পড়েছে তাদের কয়জন শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করেছে? আর যারা সৌভাগ্য-ক্রমে কোরাণ শিক্ষার পর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তারা সাধারণতঃ পরিণত-বয়স্ক—কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের শক্তি দুর্ব্বোধ্য ভাষা কণ্ঠস্থ করতে করতে যথেষ্ট পরিমাণে কাহিল হয়ে পড়ে এবং তাদের মানসিক স্ফূর্ত্তি একেবারেই থাকে না। এমন অবস্থায় মুসলমান ছাত্র অনেকটা আধমরা হয়েই যেন শিক্ষালাভ করতে যায়। তার নিকট হতে বেশী আশা করাই বাতুলতা। এজন্য আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ মুস্‌লমান সমাজের সারথিগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতুয়া জারি করলেন। সে ফতুয়ার বিষময় ফল আজও সমাজের শিরায় শিরায় বর্ত্তমান। কল্‌কাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর মুস্‌লমান শিক্ষার্থী মাদ্রাসাতেই ভর্ত্তি হয়েছে কিন্তু ইংরাজী বিদ্যালয়ে খুব কম আকৃষ্ট হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাই বাঙ্গালী মুস্‌লমানের জীবনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ হয়ে মৌলবী সাহেবগণ গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়ে স্ব স্ব উদরান্নের সংস্থান করেছেন। তাঁদের সেই ধর্ম্ম-ব্যবসায়কে উঞ্ছবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। তাঁরা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে নিরক্ষর গোমরাহ নির্ব্বোধ মুস্‌লমানকে শিষ্যত্বে বরণ করে তাদের মূর্খতাকে ক্রমশঃ পাকিয়ে তুলেছেন। যে সমস্ত উপাখ্যান, উপকথা, আউড়ে তাঁরা ইস্‌লামের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইস্‌লামের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মুহম্মদকে নানা কুসংস্কারের আবর্জ্জনায় আবৃত করে তাদের সম্মুখে ধরেছেন এবং তদ্দ্বারা শ্রমক্লান্ত পানাহার-অন্বেষণে সদাব্যস্ত পল্লীবাসী-মুস্‌লমানদের ধারণা ও বুদ্ধিকে যেরূপে বিকৃত করেছেন তাতে আজ তারা এক অপরূপ জীবে পরিণত হয়েছে। তাদের জীবনে শ্রী নাই—তারা এ দুনিয়ার সৌন্দর্য্য সম্পদ্‌, সুখ বৃদ্ধির জন্য কোন আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করতে শিখে নাই। কালক্রমে শিক্ষা ও সম্পদ্‌ অর্জ্জনের উপযোগী জ্ঞান অভাবে যখন গ্রাম্য মুস্‌লমানের সঙ্গতি কমতে শুরু করল ও সঙ্গে সঙ্গে মৌলবীসাহেবগণের উঞ্ছবৃত্তি অর্থলাভের প্রতিকূল হতে লাগল তখনই তাঁরা অর্থকরী অর্থাৎ 'চাকরী করা' বিদ্যা ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তখন ইংরাজী শিক্ষা জায়েজ করবার জন্য নানা হাদিস খুঁজে বের করা হল। তাঁরা গ্রামে গ্রামে দুই একটা ছেলেকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে দিতে থাকলেন এবং তাঁদের

আদর্শ দেখে নিরক্ষর পল্লীবাসী মুসলমানও ইংরাজী বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইংরাজী বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র ক্রমাগত বর্দ্ধিত হয়েছিল। ১৮৭৪ অব্দে ক্রফ্‌ট সাহেব তাঁর রিপোর্টে লেখেন, "অবস্থাপন্ন মুসলমান ছাত্র ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্রুত প্রবেশ করছে।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দেখান, "১৮৭২ অব্দে ঢাকা বিভাগে মাত্র ৮৫৬ জন মুসলমান ছাত্র ছিল কিন্তু ১৮৭৪ অব্দে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ১৩২৬১ জন হয়।" ভুদেব বাবুও বলেন, "দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, পাবনা প্রভৃতি জেলার ভদ্র মুসলমানগণ কোরাণ শিক্ষা ব্যতীত আরবী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে নাপসন্দ করেন এবং ক্রমশঃ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি তাঁদের আদরণীয় হয়ে উঠ্‌ছে।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আরবী শিক্ষার প্রতি মুস্‌লমান জনসাধারণের (masses) বিশ্বাস ও ভক্তি এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ অক্ষুণ্ণ হয়ে রৈল। বিশেষতঃ মাদ্রাসা হ'তে উত্তীর্ণ মৌলবী সাহেবগণ তাঁদের পেশা বহাল রাখবার জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক্ ঐ বিশ্বাস (credulity) অটল করে রাখতে সহায় হলেন। পক্ষান্তরে ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমান আরবী শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠ্‌লেন। এইরূপে মুসলমান সমাজের শিক্ষিতসম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। উভয় দলের সঙ্গে কোন রফা বা বনিবনাও হ'ল না ; বরং একে অপরের নিন্দা অপবাদ দিয়া সমাজের জনসাধারণকে বিব্রত করতে লাগলেন। জনসাধারণ মৌলবী সাহেবদেরই প্রভাবে যুগসঞ্চিত কুসংস্কার-পীড়িত হয়ে ইংরাজী শিক্ষিতগণকে ঘৃণা করতে লাগল। তারা তাঁদের প্রচারিত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাবে যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাক্‌ল। প্রকৃত শিক্ষার কথা তাদের কাণে কে পৌঁছাবে? ইংরাজীশিক্ষিতগণ সরকারের চাকুরীতেই জীবন কাটাতে লাগলেন। ক্রমে মুসলমান সমাজে চিন্তাশীল লোকের

আবির্ভাব হ'লনা। ইংরাজী ও আরবী শিক্ষিতের পরস্পর দ্বন্দ্ব-দ্বেষাদ্বেষি প্রবল হতে প্রবলতর হতে লাগল। ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা আরবী শিক্ষাকে আধুনিক দর্শন বিজ্ঞানের প্রভাবে নূতন করে প্রবর্ত্তিত করবার কথা মুসলমান সমাজের মনে জাগল না। আরবীশিক্ষা যে আধুনিক জগতের জীবন-সমস্যা সমাধানের অনুকূল নয় সে কথাও মুসলমান আদৌ বুঝল না। মধ্যযুগের প্রবর্ত্তিত কালাম, মনতক, বালাগাৎ শিক্ষার জন্য শক্তি ও অর্থক্ষয় যে বর্ত্তমান যুগের পক্ষে অনেকখানি নিরর্থক সে কথা গলাছেড়ে বলবার মত শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব আজও মুসলমান সমাজে হয় নাই। ইংরাজী ও আরবীর যে সমন্বয়ে বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে তেমন সমন্বয়ের চেষ্টা আজও হয় নাই। ফলে, ইংরাজী-আরবী দ্বন্দ্ব এখনও প্রবল থাকায় সমাজ-মনের ঋজুতা ও একাগ্রতা সম্ভবপর হচ্ছে না। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব চুকিয়ে ফেলাবার জন্য কিছু চেষ্টা যে হয় নাই তা বলা যায় না। দুঃখের বিষয়, সে চেষ্টায় এমন কোন শক্তিমান্ পুরুষের হাত পড়েনি—যাঁর জ্ঞান ও রুচি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংযোগ সাধন করতে পারে এবং মুসলমানের মুক্তির জন্য যাঁর বুদ্ধি ও অনুভূতি সম্পূর্ণ সজাগ। যে চেষ্টা হয়েছে তার ফলে ১৯১২ সালে পুরাতন আরবী মাদ্রাসাগুলির পরিবর্ত্তে নূতন মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই—পাঠ্যতালিকায় ইংরাজী ও বাংলা সংযুক্ত হয়েছে মাত্র। পুরাতন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করার ব্যবস্থা যেমন তেমনিই রয়েছে। ইংরাজী যুক্ত হ'য়েছে, কেন না তা না হলে চাকুরী পাওয়া দুষ্কর। সরকারের ঘরে চাকুরী জুটাতে হলে ইংরাজী জানা দরকার—কিন্তু জনসাধারণ শুধু ইংরাজী শিখতে নারাজ অথচ চাকুরীর জন্য উদ্বিগ্ন। এমন অবস্থায়, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করে কিংবা আধুনিক জগতের দাবীর দিকে লক্ষ্য না করেই নব মাদ্রাসা-শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করা

হ'ল। তাতে পুরাতন মাদ্রাসার সমস্তই থাকল কেবল এক ফারসীর পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষা ও উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে বাংলা শিখবার ব্যবস্থা করা হ'ল। এই পদ্ধতি মুসলমান সমাজের যে মনঃপূত হয়েছে তা সরকারের কাগজপত্র হতে প্রমাণ করা যায়। মুসলমান জনসাধারণ এখন ছাত্রকে মধ্যইংরাজী বা উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে পাঠায় জুনিয়ার ও সিনিয়ার মাদ্রাসায়। তাদের ধারণা এক গুলিতে দুই বাঘ পড়বে—দী'নও হবে দুনিয়াও হবে। ছেলেরা ইংরাজী শিখে আর কাফের হবে না। তাদের লুঙ্গি, টুপী, কুর্ত্তা সমস্তই ঠিক থাকবে—মনে কোন বদখেয়াল ঢুকবে না। মাতাপিতার আর শঙ্কার কারণ থাকবে না। এমন চমৎকার শিক্ষাপদ্ধতি আর কোথায় পাওয়া যাবে? এইরূপে জনসাধারণের অন্ধ-বিশ্বাসকে (Credulity) এমনি করেই ব্যবহার করা হয়েছে যে M. E. ও H. E. School হতে মুসলমান ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টে দেখি—

	১৯২৩—২৪	১৯২৪	১৯২৫—২৬
H. E. School-	১৫. ২%	১৪. ৪%	১৩ ২%
M. E School-	১৯. ৪%	১৮. ৫%	১৬ ৪%

কারণ মক্তব ও নবপ্রবর্ত্তিত-মাদ্রাসা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং মুসলমান অভিভাবক এই মাদ্রাসাতেই ছাত্র পাঠাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন।

সংখ্যা	১৯২৩—২৪	১৯২৪—২৫
মাদ্রাসা	৩৪৬	৩৭৪
ছাত্র	২৬,১৫৬	৩১, ৬১৩
সরকারী ব্যয়	৩, ২৯, ২৯৬৲	৬, ১৯, ৭৭৬৲

শতকরা ৪২ জনেরও উপর মুসলমান ছাত্র মক্তবে পড়ে।

নব-মাদ্রাসার শিক্ষা যে আদরণীয় হচ্ছে তার কারণ—ইহাতে আরবী ও ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভাল করে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, এই শিক্ষায় মুসলমান সমাজের জীবন শ্রীসম্পন্ন হবে না—তার মন জাগবে না—রুচি ফিরবে না-বুদ্ধি বিকশিত হবে না—জগতের জ্ঞান গ্রহণ করতে তার শক্তিও বাড়বে না। শুধু ভাষা শিখলেই যে জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, বুদ্ধি বিকশিত হয়, মন সম্প্রসারিত হয়, কর্ম্মশক্তি বাড়ে, এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই বোধ হয় প্রবর্ত্তকগণ নব-মাদ্রাসা-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্ববিৎগণ একবাক্যে বলবেন, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল। মন বিকশিত ও বুদ্ধি সজাগ করতে যে সমস্ত বিষয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ছাত্রের সামর্থ্যানুসারে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন সে গুলি প্রকৃষ্ট উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে থাকে না সে পদ্ধতি জীবন-সমস্যা সমাধান করতে পারে না। যে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নাই, সে শিক্ষা পঙ্গু। যেমন যে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নাই সে জীবন অন্ধ। যে শিক্ষা হৃদয় প্রশস্ত করে না—বুদ্ধিকে জাগ্রত করে না-চিত্তকে মার্জ্জিত করে না—সংস্কার হতে মুক্তি দেয় না, সে শিক্ষা জাতির প্রাণ বিনাশ করে। সংকীর্ণ মন নিয়ে কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বেশ বলেছেন, "মনোজগতে যে জাতি একঘরে সে জাতি পতিত।"

মাদ্রাসা শিক্ষার পরিণাম চিন্তা করলে আমার ঐ কথাটাই মনে পড়ে। আজ নবমাদ্রাসায় বর্ত্তমান জগতের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস বা আর্ট কিছুরই স্থান নাই অথচ যে সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে এই সমস্ত বিষয়ের স্থান করা হয়েছে সেখানে মুসলমান যাচ্ছে না। আর কিছুকাল পরে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতান্ত কম হয়ে যাবে। তখন এই নব-মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণও তাদের সংকীর্ণ-মন, স্বল্প-দৃষ্টি,

আড়ষ্ট-বুদ্ধি নিয়ে মুসলমান সমাজকে জগতের অন্যান্য শক্তিমান্ জ্ঞানদীপ্ত জাতির সম্মুখে নিতান্ত হেয় বলে প্রতিপন্ন করবে। নব-মাদ্রাসা-শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা ও জীবনের সঙ্গে যোগ-সাধন করতে পারে নাই। এরূপ শিক্ষা মনকে মুক্তি দিতে পারে না, শক্তিও বাড়াতে পারে না। আর যদি জীবনের সঙ্গে শিক্ষা খাপ না খায়, মনকে মুক্ত করতে না পারে, সে শিক্ষা জীবনকে সরস সুন্দর করতে পারে না। যে শিক্ষা মন মুক্ত ও শক্তি প্রখর করতে পারে না সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

এস্থলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন। কোন কালে কোন এক ব্যক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য একান্ত করে চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত করতে পারে না। যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনও পরিবর্ত্তিত হয়—সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ও পরিবর্ত্তিত হয়। মানুষের জীবন বিবিধ উপকরণ দ্বারা পুষ্ট হয়। সেই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করবার শক্তি অর্জ্জন এবং মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক তাতে মানুষ আপনার শক্তি প্রখর করে—জগতের রহস্য অবগত হয়—সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বিশ্বস্রষ্টার অপরূপ শক্তিতে আস্থাবান্ হয়ে তাঁর দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়। ব্যক্তি হিসাবে মানুষকে জানতে হবে—কি তার অতীত এবং ভবিষ্যতে কি তাকে হতে হবে—সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয় ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করতে হবে। বুদ্ধি প্রখর হলে তার দৃষ্টি-শক্তি বাড়ে এবং হৃদয় সম্প্রসারিত হলে প্রেম ও অনুভূতি জাগে। **যে শিক্ষা হৃদয় ও মনের চর্চ্চায় বিঘ্ন ঘটায় সে শিক্ষা জাতির পক্ষে মারাত্মক।** হৃদয়, মন,

ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ-সাধনের সঙ্গে ধর্ম্মস্পৃহাকেও (Divine spirit) জাগ্রত করতে হবে। তবেই মানুষের সমুদয় শক্তি প্রখর হবে। এই-রূপে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে যে শিক্ষা দ্বারা, সে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক উন্নতি ও ঐশীগুণ-সাধন। এজন্য হজরত বলেছেন,—'তাখাল্লাকু বি আখ্‌লাকিল্লাহ্' (খোদার গুণাবলী লাভ করতে চেষ্টা কর)। মানুষের চরম বিকাশের প্রথম পথ হচ্ছে মুক্ত-বুদ্ধি (emancipation of intellect)—যাতে জগতের প্রয়োজন অনুসারে যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত অনুসারে স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করা সহজ হয়। **অতীতের কোন যুগ বিশেষের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে যারা বর্ত্তমানকে অস্বীকার করে—তাদের বুদ্ধি মুক্ত নয়।** সুতরাং তাদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ। বর্ত্তমান জগতে যে সমস্ত জাতি জগতের জ্ঞান ও সুখ বৃদ্ধি করতে প্রাণপণ করছে তারাও একদিন অতীতের কোন ধর্ম্ম-গুরুর বাণীকে চিরন্তন সত্য মনে করে সম্মোহিত হয়েছিল—জগত আপন মনে নানা আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল—কিন্তু তাদের কোন খেয়ালই ছিল না—হঠাৎ একদিন কোন্ বিদ্রোহীর চরম আঘাতে জেগে উঠে দেখে—যে সত্য তারা আঁকড়ে বসে আছে সে সত্য তাদের কোন সমস্যাই সমাধান করতে পারছে না। তখন থেকে তারা সে সত্যকে পরিবর্ত্তনশীল জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যস্ত হয়েছে। তা করতে গিয়ে তারা অনেক প্রাচীন সত্যকে ত্যাগও করেছে। তার কারণ তাদের বুদ্ধি মুক্ত হয়েছে। বুদ্ধি মুক্ত হলে জগত ও জীবনই যে পরম সত্য তা বুঝতে শক্ত হয় না—তখন মানুষ আপনার সম্পদ্ শ্রী সমস্ত একে একে আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়। তখনই সে সমাজের সমস্ত অভাব পূরণ করতে ও তার দাবী রক্ষা করতে পারে। সমাজ

স্থির হয়ে থাকে না—জগত যেমন চলে সমাজও তেমনি চলে। আপনা হতেই সমাজ মন পরিবর্ত্তন লাভ করে। মানুষ শিক্ষা-দ্বারা-বিকশিত-শক্তিকে সমাজের উন্নতিসাধনে ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধনে ব্যবহার করে। পরিবর্ত্তনশীল সমাজের অভাব ও দাবী অনুসারে মানুষের শক্তি প্রবল হওয়া আবশ্যক—তজ্জন্য শিক্ষা পদ্ধতিও ক্রমশঃ সেই শক্তিকে প্রখর করবার জন্য পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক। এজন্য শিক্ষা ও জীবন এক সূত্রে গাঁথা দরকার। জীবনের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। **যুগ বিশেষের মন্ত্র ও শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করাই শিক্ষার চরম পদ্ধতি বলে গণ্য হলে সে শিক্ষা জীবনকে সংযত সুন্দর করতে পারে না।** সেরূপ শিক্ষার অধীনে যাঁরা থাকেন বাইরে এসে দেখেন জীবনের সঙ্গে তাঁরা একেবারে অপরিচিত। ফলে, দুঃখ দৈন্যই তাঁদের ভাগ্যে ঘটে। জীবন যা চায় সে শিক্ষা তাকে তা দেয় না। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা অনেকটা এই দোষে দুষ্ট; বিশেষতঃ মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতি আর জীবনধারা একেবারে পৃথক্।

যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করে যে জাতি শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করে সে জাতি হতভাগ্য। মন ও হৃদয় সম্প্রসারণের জন্য মানুষের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আছে। সেই বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে সমাজের সাধু, বিজ্ঞ, শক্তিমান্ নরনারীর সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন। আকাঙ্ক্ষা একবার জাগলে অন্ধকারের মধ্যে আলোকস্তম্ভের মত উহা মানুষকে নব নব শুভ চেষ্টায় আহ্বান করে মনুষ্যত্ব-বিকাশ ও মানুষের কল্যাণ-বৃদ্ধির জন্য। সে আকাঙ্ক্ষা জাগাতে হলে সর্ব্বপ্রথম চাই উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি। কিন্তু নব-মাদ্রাসা-শিক্ষা-পদ্ধতি বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের পক্ষে উপযোগী যে

হয় নাই তা প্রমাণ করা খুব শক্ত নয়। পাঠ্য তালিকাটী বিশ্লেষণ করলে তা বেশ বুঝা যায়। বিষয় গুলির সমাবেশ কোন শিক্ষানীতি দ্বারাই সমর্থন করা যায় না। সুদূর অতীতের চিন্তাধারা-প্রসূত সূত্র-সমূহ মুখস্থ করাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাতে চিন্তার স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তি লাভ করে না, কারণ সে সূত্রকে অকাট্য সত্য বলে শিক্ষার্থীকে মেনে নিতেই হয়। সে তার পারিপার্শ্বিক জীবন হতে লব্ধ-জ্ঞান দ্বারা সে সূত্রকে সমালোচনা করতে পারে না। সে শিক্ষা তাকে দেওয়া হয় না। এই যে শুধু 'মেনে নেওয়া' এর চেয়ে শিক্ষার বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে? এতে চিত্তবৃত্তি বিকশিত হয় না, বুদ্ধি স্তম্ভিত বিড়ম্বিত হয়ে ক্রমশঃ জড়তায় আচ্ছন্ন হতে থাকে। ধারণা শক্তি এতে রুদ্ধ হয়ে যায়। চিন্তাস্রোতে ভাটা পড়ে। মাদ্রাসা-শিক্ষা মস্তিষ্কের খাদ্য যোগায় না। গণিত,—যাতে বুদ্ধি বিকশিত হয়—তার মাত্র যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া হয়- তার মধ্যে আবার বীজগণিত বা Algebra গরহাজির। বর্ত্তমান Logic, বর্ত্তমান ইতিহাস ভূগোল—যাতে মনের স্ফূর্ত্তি হয়—দৃষ্টি খোলে—হৃদয়-বৃত্তি বিকশিত হয়—তার স্থান মাদ্রাসায় নাই। মাদ্রাসার ইতিহাসের পাঠ্য-সীমা দেখলে মনে হয় ইসলামের ইতিহাস যেন হজরত আলীর সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদুনের পরের ইতিহাস যেন পাঠ্যোপযোগীই নয় এদের নিকট। জগতের সঙ্গে পরিচয় করতে হলে যে সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন মাদ্রাসায় তার কিছুরই ব্যবস্থা হয় নাই। সাহিত্য ও কাব্য যাতে জীবনের রুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান বর্দ্ধিত হয় তারও স্থান অতি সামান্য। এই শিক্ষায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মজীবন দুটী পৃথক্ করতে শেখায় না। এতে এই ধারণা জন্মায় যে ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলেই ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায়। ফলে, অনেক মৌলবী সাহেব ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েও নিতান্ত গর্হিত জীবন যাপন করেন। তাঁরা কিছুতেই বুঝেন না ধর্ম্মজীবন যাপন করতে হলে

শুধু ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলেই চলে না সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাপনের সমুদয় কায়দাকানুনও শিখতে হয়, হৃদয় ও মনোবৃত্তি গুলির চর্চ্চা করতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করে সিকেয় তুলে রাখলে চলে না। তাকে অন্যান্য পুস্তকের সংসর্গে এনে আয়ত্ত করতে হয়, বুঝতে হয়, জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয় এবং তজ্জন্য আবশ্যক হলে কিছু কিছু ত্যাগও করতে হয়—কারণ জীবন আমাদের শাস্ত্রের চেয়ে সত্য। "জীবন নানা শাস্ত্রকে সৃষ্টি করে"—আজ আমাদের এই কথা ভাল করে বুঝে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির আমূল্ পরিবর্ত্তন করতে হবে। নতুবা এজীবন সুন্দর ত হবেই না বরং ধর্ম্মজীবনও আমাদের গর্হিত হতে থাকবে।

কেহ কেহ বলেন, মাদ্রাসায় ছেলেরা অল্প খরচে লেখা পড়া শিখতে পায়। ঠিক—কিন্তু একথা হয়ত আপনারা জানেন—'সস্তার তিন অবস্থা'। সস্তা জিনিস সব সময়ই আক্রা। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর অনেকেই জায়গীরে থেকে পড়েন। এই জায়গীরে যাঁরা থাকেন তাঁদের জীবন অতি কঠোর। কিন্তু জায়গীরে থেকে শিক্ষা লাভ ক'রে তাঁরা যতটুকু লাভ করেন আমার মনে হয় তাঁরা তার দশগুণ বেশী ক্ষতি-গ্রস্ত হন। জায়গীরে থেকে গৃহপ্রভুর হুকুম তামিল ও সুনজর বজায় করতে করতে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা যে দিন দিন কত হীন হয়ে পড়ে তা বর্ণনা করা যায় না—পরিণামে তাঁর চরিত্র যে দুর্ব্বল হয়, তেজ ও সাহস যে ক্ষীণ হয়ে পড়ে তা বলাই বাহুল্য। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় তাঁর জীবন কত ক্ষীণ, আকাঙ্ক্ষা কত দুর্ব্বল—সাহস কত কম—মুখ কত বিশীর্ণ! সমস্ত চেহারাতে যেন তাঁর দৈন্য ফুটে পড়ছে; জীবনের স্বাদ যেন তাঁর ফুরিয়ে গেছে—কোন বস্তুতেই যেন তাঁর আর স্পৃহা নাই! এরূপ জীবন্মৃত হয়ে এই ঝঞ্ঝাপীড়িত সংসারে তাঁর পথ কেটে বের করতে হয়। কিন্তু সে পথ কাটতে যে শক্তির দরকার সে শক্তি অর্জ্জন করার শিক্ষা মাদ্রাসা হতে পাওয়া যায় না।

তারপর মাদ্রাসায় যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহাও শিক্ষার্থীর মনোবিকাশের অনুকূল নয়। শৈশবেই মাতৃভাষার সহিত পরিচয় ঘটবার আগেই আরবী প্রাথমিক ও তার উর্দ্দু তর্জ্জমা কণ্ঠস্থ করতে করতে শিশুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ৮।১০ বৎসর বয়সেই একটী বালককে তিনটী ভাষা পড়তে হয়, আরবী, উর্দ্দু ও বাংলা। তার দুই বৎসর পরই ইংরাজী তার উপর চাপে। ১২ বৎসর বয়সে তাকে চারিটী ভাষার সহিত বুঝতে বুঝতে জুনিয়ার মাদ্রাসার সীমা অতিক্রম করতে হয়। অবশ্য চারিটী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা সাধু কিন্তু method নিয়ে ও Stage নিয়ে যত মুশ্‌কিল। কোন্ সময় কোন্ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হবে সেইটীই বিচার্য্য। নব মাদ্রাসায় যে প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছে এবং যে Stage এ ভাষার চাপ দেওয়া হয়েছে তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাতে সুফল ফল্‌তে পারে না। এজন্যই ১২ বৎসর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই এইরূপ নিষ্ঠুর পাঠ্যপদ্ধতির চাপে অনেককে শিক্ষাক্ষেত্র হতে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হয়। এই ব্যবস্থার বিহিত প্রতিকার সত্বর করা প্রয়োজন। নতুবা আর কিছু কাল পরে দেখব আমরা ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগে চিরদিনের তরে গরহাজির হয়েছি। হিন্দু-সম্প্রদায় উত্তরোত্তর নানা জ্ঞান আহরণ করে শক্তিমান্ হবে আর আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে লুকিয়ে থাকব। জগতের সঙ্গে আমরা একেবারে যোগ হারিয়ে ফেলব। শুধু ইংরাজীভাষা আমাদের রক্ষা করবে না। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে ইংরাজী দর্শন বিজ্ঞান কাব্য প্রভৃতি গ্রহণ করতে হবে-হজম করতে হবে—তার উপর আমাদেব ধর্ম্মশাস্ত্রের যুগধর্ম্মসম্মত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য আমাদের শিক্ষা একমুখী করতে হবে—কেমন করে করা দরকার তা ভাবতে হবে।

আজ আমাদের সকল দুর্গতির কারণ হচ্ছে আমাদের আড়ষ্ট বুদ্ধি—

অন্ধবিশ্বাস, বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কহীনতা। তার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকখানি দায়ী। মুসলমান সমাজের ঐক্য-সাধন বা একদিল করতে হলে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি একমুখী করতে হবে—জগতের সমস্ত বিদ্যা বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আজ আমাদের সকল শুভ চেষ্টা আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে মুক্ত করতে নিয়োজিত হোক্।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে, সাধারণতঃ বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা ১৭৮১ খৃঃ অব্দ হতে যুগধর্ম্মকে অবজ্ঞা ক'রে চলে এসেছে। ফলে, আজ তার সঙ্গে পড়শী হিন্দুজাতির Cultural পার্থক্য এমন মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাতে উভয় সম্প্রদায়ের কোন প্রকার মিলন সম্ভবপর হচ্ছে না বরং একে অপরের গলা কাটতে প্রস্তুত হয়েছেন। এই মনোভাব দূর করতে হলে উভয়ের শিক্ষা অনেকটা একমুখী হওয়া চাই। সামাজিক আচার এবং ধর্ম্মসঙ্গত আকায়েদ ও আমল (faith and practice) সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথক্ হলেই চল্‌তে পারে। তাছাড়া জাগতিক জ্ঞান গুণ শিক্ষার secular Education এর জন্য উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্র এক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহলে একে অপরকে ভালকরে জানতে পারবে। একে অপরের ত্রুটী, স্নেহ ও ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌তে শিখ্‌বে। নতুবা ভিন্ন ভিন্ন Communal school ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে কেবল সঙ্কীর্ণতাচর্চ্চাই সার হবে। ফলে দেশের কোন প্রচেষ্টাতেই উভয় সম্প্রদায় একই পরিদৃষ্টি (outlook) দিতে সক্ষম হবে না। তাহলেই ঝগড়া ফসাদই প্রবল হতে থাকবে। আসল সমাধান (solution) এর দিকে সমবেত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হবে না। এজন্য আজ **আমি বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যাকে সমগ্র ভারতের জাতীয় সমস্যা বলতে চাই।** পূর্ব্বে আমি দেখাতে

প্রয়াস পেয়েছি যে, আমাদের শিক্ষা সংস্কারের Evolution এর ফলে আমরা যে নব মাদ্রাসা প্রণালী পেয়েছি তা আমাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারছে না। এই প্রণালীর প্রবর্ত্তক আশা করেছিলেন এর ফলে বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি আধুনিক (modern) মোল্লা ছড়িয়ে পড়বেন, যাঁরা পুরাতন অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লাগুলিকে সরিয়ে মুস্‌লিম জনসাধারণকে তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার নাগপাশ হতে মুক্তি দিতে সমর্থ হবেন। এই প্রণালীর একমাত্র উদ্দেশ্য যদি শুধু মোল্লা তৈরী করাই হ'ত তাহলে বোধ হয় এর সংস্কার করবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ ছিল না কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ বাঙ্গালী মুস্‌লমান এই প্রণালীকে তার একমাত্র শিক্ষা প্রণালী মনে করে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ বর্জ্জন করে ছেলেপুলে সব দ্রুত মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছেন।

বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ মাদ্রাসা করবার প্রয়াস বেড়েছে। খুব প্রশংসার কথা ; কিন্তু তাতে তৈরী হচ্ছে কি ? তাতে শিক্ষাপ্রীতি না বেড়ে বাড়ছে শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা ; তাতে জ্ঞানের উদারতা ও শক্তি না বেড়ে বাড়ছে ধর্ম্মান্ধতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা ; তাতে সত্য-অনুসন্ধিৎসা না জেগে জাগ্‌ছে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ; পরধর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য আকুল আগ্রহ ; স্বধর্ম্মের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ; অজ্ঞতার কুয়াসায় আচ্ছন্ন আত্মপরিতৃপ্তি ও নিজকে সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে ইৎমিনানে থাকার মনোবৃত্তি; বাহ্যিক পরিচ্ছদ দিয়ে অন্তরের দৈন্য লুকিয়ে লালন করবার নির্লজ্জতা এবং তাতে বাড়ছে নৈতিক ভীরুতা (moral depravity), স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি হৃদয়হীনতা, জ্ঞানার্জ্জনে পরাঙ্মুখতা ও ব্যক্তিত্বহীনতা। মাদ্রাসা বা উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৌলভী সাহেব আজ বড় জোর একজন সবরেজিষ্ট্রার আর না হয় কোন মাদ্রাসার হেড্ মৌলবীর বেশী ক্ষমতা রাখেন তার প্রমাণ দিতে সক্ষম হচ্ছেন না। এর উত্তরে মাদ্রাসাপন্থী

ছাত্র বলে উঠবেন, 'কি? এতবড় কথা। আমরা খাদেমুল ইসলাম সমিতির পুরস্কার লাভ করছি, মুসলিম সমিতির বক্তৃতায় পুরস্কার পাচ্ছি, আমরা মিট্‌ফোর্ড মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হচ্ছি। আর কি চাই?' তোফা জবাব! যদি বলা হয় তোমরা ত মেডিকেল কলেজে ঢুকবার শক্তিলাভ করতে পারছ না ও পারবে না, তাহলে চুপ—না হয় আস্ফালন ক'রে উঠে বলবে, "হবে, সব আস্তে আস্তে।" এই যে ভুলকে ভুল বুঝেও স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত এতে কেমন করে আমাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে? আমরা আজ বড় ডাক্তার চাই আমাদের জীবন বাঁচাবার জন্য, আমরা চাই বড় ইঞ্জিয়ার আমাদের শ্রীসম্পদের ভাণ্ডার বড় করবার জন্য, আমরা চাই বড় উকিল আমাদের ফাঁসিকাষ্ঠ হতে খসিয়ে আনবার জন্য, আমরা চাই বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আমাদের জীবন সৌষ্ঠবশালী করে তুলবার জন্য। মাদ্রাসা শিক্ষা কি সে প্রয়োজন নিবারণ করতে পারবে? সে Potentiality (সম্ভাবনা) কি এই শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে আছে? নাই, নাই—তবু সমাজ তাই আঁকড়ে ধরছে আর স্বার্থপর নেতৃবৃন্দ বল্‌ছেন, 'বেশ, মাদ্রাসা খুব ভাল কাজই করছে।' এই নিষ্ঠুর আত্ম-প্রবঞ্চনা হতে আমাদের মুক্তি কে দেবে? সরকার ত মনে মনে বেশ খুশী হয়েই অজস্র টাকা ব্যয় করছেন আর বলছেন, 'বাহ্‌বা বাহ্‌! বেশ, বাছা সকল! খুব ঘুমিয়ে থাক, আমরা একটু ঘর সংসার করে নেই। আমরা ত জানি জ্ঞান বাড়্‌লে তোমরা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌বে। সে জ্ঞানের শরাব তোমাদের পক্ষে যত দুর্লভ হয় ততই আমাদের মঙ্গল।' সত্যই জ্ঞান না হলে মুক্তি অসম্ভব। মাদ্রাসা সে জ্ঞানের পথ রোধ করছে। এম্, ই, স্কুলের পাশে পাশে জুনিয়ার মাদ্রাসা খাড়া হয়েছে আর উর্দ্দু, বাংলা, আরবীর চাপে শৈশবেই শিক্ষার্থীর মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। গণতি করে দেখা হোক্, আমি খুব জোর করেই বিশ্বাস করি, শতকরা

অন্ততঃ ষাট্‌জন জুনিয়ারের ছাত্র শেষ শ্রেণীতে উঠ্‌বার আগেই শিক্ষার খাতা হতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর যারা উত্তীর্ণ হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়টি সিনিয়র মাদ্রাসায় পড়বার জন্য তাদের অনেকেই সংস্থান করতে পারছে না। এই যে বিপুল অপচয় এর জন্য দায়ী কে? সরকার একটী জুনিয়র মাদ্রাসায় যে টাকা সাহায্য করেন তার সিকিও একটী এম, ই, স্কুলে দেন না। এই সুযোগ নিয়ে আজকাল অনেক বেকার-পীড়িত বুভুক্ষু মোলবী সাহেব যেখানে সেখানে গিয়ে জুনিয়ার মাদ্রাসা খুলে পেটের জোগাড় করতে শুরু করছেন। একটী জুনিয়ার মাদ্রাসায় ৫০৲ টাকা হতে ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক সাহায্য দেওয়া হয়। এতে আর মাদ্রাসা বাড়বে না কেন? ফলতঃ একটী মাদ্রাসায় যে ব্যয় হয় তাতে ৪টী এম্, ই, স্কুল চল্‌তে পারে। এত ব্যয় করবার কারণ, সরকার চান প্রিমিয়াম দিয়ে মুসলমানের নির্বুদ্ধিতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে পাকা করে তাকে অধিকতর নিরুপায়, দুর্ব্বল, ভীরু, ভণ্ড ও মূক (uncritical) করে রাখতে। মুসলমান ত মধ্যযুগের ইস্‌লামী কৃতিত্বের মোহ-মুগ্ধ আছেই তার সেই জোশের সুযোগ নিয়ে তিনিও তার মতলব হাসিল করছেন। ভারতবাসী যখন লবণের ট্যাক্‌স্ তুলে দিতে চায়, ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের উপর শুল্‌ক্ বসাতে চায়, ব্রিটিশ সৈন্যের রসদ খরচ কাট্‌তে চায়, অভারতীয় কর্ম্মচারীর বেতন কমাতে চায় তখন সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে অভিভাবকের দায়িত্বের দোহাই দিয়ে সে দাবীর [illegible] বুঝাতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু এই মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সরকার একটু টু শব্দ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চাইলে তিনি অভিভাবক হয়ে দাঁড়ান কিন্তু মুসলমানের ভুলটা সম্বন্ধে তিনি কথা বল্‌তে চান না। তখন তিনি মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে তার স্বাধীনতায় হানা দিতে চান না। পক্ষান্তরে, জমিদারের অত্যাচারে যখন মুসলমান প্রজার স্বাধীনতা গোল্লায়

যায় তখন সরকারের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর। প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারা মুসলমান কৃষককে সম্পদ বৃদ্ধির একটী কার্য্যকরী উপকরণে পরিণত করা যে তার জীবনের জন্য আজ প্রয়োজন হয়েছে তা সরকার স্বীকার করেও করছেন না। কারণ তাঁরা জানেন ভারতের শিক্ষিত কৃষক একটী (potential danger) ভয়ানক শত্রুতে পরিণত হবে। কিন্তু তাঁদের বেশ হোশ আছে যে, মাদ্রাসার মৌলবী বেশ ভীরু ও জ্ঞান-বিবেক-বর্জ্জিত—তাকে দাস করে রাখা আদৌ শক্ত হবে না। সামান্য প্রলোভনেই তার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিলাভ করবে। অমুসলমান ভারতীয়ের বিরুদ্ধে মুসলমান ভারতীয়ের বিদ্বেষ লালন করবার জন্য মৌলবীর আবশ্যক। তাঁদের তা বেশ জানা আছে। মৌলবীদের আগেকার কাজ ছিল এই দেশের মুস্‌লিম কানুন ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তাদের গো-চরীভূত করা। এখন তাদের কাজ হয়েছে ব্রিটিশের হাত ধরে মুসলমানকে অধিকতর ধর্ম্মান্ধ করে তোলা। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে আবুল্‌কালাম প্রমুখ কয়েকজন আরবী শিক্ষিত পুরুষই মুসলমানের গৌরব বজায় করেছেন। কিন্তু তাঁদের মত লোককে আমি যাঁদের মোল্লা বা মৌলবী নামে অভিহিত করেছি তাঁদের শ্রেণীভুক্ত করতে চাই না। মাদ্রাসা হতে যাঁরা বের হচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশের কথাই আমি মনে করছি। এক্ষেত্রে একটা কথা উঠবে যে, স্কুল কলেজের ছাত্রগণই বা কি বীরত্ব ও উদারচিত্তের পরিচয় দিচ্ছেন। "মোহাম্মদীতে" সম্প্রতি এই উভয় শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানের পার্থক্য দেখান হয়েছে। তাঁদের রায় অনুসারে কোন্ প্রকার শিক্ষিতের কদর ও সার্থকতা বেশী তা আপনারা অনুমান ক'রে নেবেন। তার উত্তর না দিয়ে শুধু এইটুকু ইঙ্গিত করলেই যথেষ্ট হবে যে, আজ বাঙালী মুস্‌লমান সমাজ যাঁদের নিয়ে গর্ব্ব করছে ও যাঁদের মুখপত্র ক'রে জগতের সামনে পেশ করছে

তাঁদের প্রায় সেণ্ট-পার্সেণ্ট ইংরাজী শিক্ষিত এবং তাঁদের জীবন ধারা আরবী শিক্ষিতের জীবন ধারা হতে ঢের পৃথক এবং অনেক স্থলেই হাদিস কোরাণের বরখেলাপ। তবু তাঁরা মুসলমান সমাজের গৌরব স্থল। আজ ইংরাজী শিক্ষিতের মর্য্যাদা হয়ত আশানুরূপ হচ্ছে না কিন্তু তবু তাদের বিচার বুদ্ধি, কর্ম্ম-শক্তি, সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, রুচি, জ্ঞান-পিপাসা, উদার-চিন্তা, পড়শী-প্রীতি আরবী শিক্ষিতের চেয়ে ঢের বেশী তা জোর করেই বল্‌তে হবে। তার কারণ শিক্ষার প্রণালী পৃথক্ বলে উভয়ের 'মরতবা' ও 'মরুয়ৎ' পৃথক্ পৃথক্। যে সমস্ত বিষয় পড়লে রুচি-জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়,মস্তিষ্ক প্রখর ও প্রবৃত্তি সংযত হয়,আকাঙ্ক্ষা শাণিত হয়,সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন জমে উঠে, কল্পনা উদ্দীপিত হয় সে সমস্ত বিষয়ের স্থান মাদ্রাসার পাঠ্য-তালিকায় নাই—আবার যে বিভিন্ন সমাজের শিক্ষার্থীর সংসর্গে থাক্‌লে চরিত্র সংযত হয় ও মানসিক সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয়—সে সংসর্গ মাদ্রাসায় নাই। অথচ যে ইস্‌লামের ইতিহাস নিয়ে আমরা গর্ব্ব করি ও আস্ফালন দ্বারা বিধর্ম্মীকে নিরুত্তর করতে দাম্ভিকতার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকি সেই ইতিহাসেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় বাগদাদ ও কর্দ্দোভার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বার য়িহুদী খ্রীষ্টান প্রভৃতি অমুসলমান ছাত্রের জন্যও সমান ভাবে খোলা ছিল। শুধু তাদের জন্য দ্বার অবারিত ছিল তা নয় তাদের জন্য উপযুক্ত বৃত্তিরও ব্যবস্থা ছিল। সেই উদার ইতিহাসের গর্ব্বে গর্ব্বিত আমরা আজ ঢাকার ইসলামিক কলেজ ও কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের দ্বার অমুসলমানের জন্য রুদ্ধ ক'রে রেখেছি।

এই যে ব্যবস্থা এতে অমুসলমানের কিছুই এসে যাবে না কিন্তু মুসলমানের সমূহ ক্ষতি যে হবে তাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান ছাত্রগুলি সব কূপমণ্ডুক হবে ও জ্ঞানোদ্ভাসিত অমুসলমান ছাত্রের সামনে তারা মুশ্‌ড়ে পড়বে। তারা নিয়ত মুসলমানী হাসি, মুসলমানী কাশি, মুসলমানী

পোষাক, মুসলমানী ভাষা, মুসলমানী চিন্তা, মুসলমানী আদব কায়দা, মুসলমানী গালি দুরস্ত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে মন ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবে না। ফলে মুসলমান যে কি জীবে পরিণত হবে তা আপনারা একবার ভাববার চেষ্টা করবেন—এইরূপ বাহ্যিক রূপ দুরস্ত করতে গিয়ে মনের দরজা, জ্ঞানের দরজা একবারে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে—তাই আমার আশঙ্কা। বাস্তবিক পক্ষে, এবিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা কি নেই? দেড় শত দুই শত বৎসর ধরে মাদ্রাসা গুলিতে যে "মুসলমানী" তমীজ শেখাবার জন্য কোশেশ্ করা হয়েছে তার কী ফল পাওয়া গেছে? সমাজের রাজ-পথে সে মাদ্রাসার সৃষ্টিগুলির চেহারা দেখতে পাওয়া যায় না। গোমরাহির অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে তাঁরা জীবন কাটিয়ে চলেছেন সমাজের বোঝাকে আরও ভারাক্রান্ত ক'রে। আজ আবার তাই-ই আমরা Experiment করতে শুরু করলাম—তাতে যে ফল হচ্ছে তা কি আমাদের চোখে পড়ছে না? আর যে ফল হবে তা কি আমরা অনুমান করতে পারি না? তবু আমরা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলছি, বেশ হচ্ছে, আজ আমরা বেশ টুপি পরতে শিখ্ছি।"

এদিকে স্কুল কলেজগুলিতে মুস্লমানের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আপনারা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন সাধারণ Matriculation পরীক্ষায় এবার মুসলমান কত কম কৃতকার্য্য হয়েছে। গত বৎসরের চেয়েও কম। এর হয়ত এক কারণ এই হতে পারে যে, মুস্লমান পরীক্ষা দিয়েছে বেশী কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েছে কম। কিন্তু আমি তা স্বীকার করি না। আমার ধারণা পরীক্ষা দিয়েছে যারা তাদের সংখ্যাই কম। কম হওয়ার কারণ—দেশে জুনিয়ার মাদ্রাসা ছড়িয়ে পড়ায় এম, ই বিদ্যালয়গুলি হতে মুস্লমান ক্রমশঃ খসে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে High School গুলিতেও তাদের সংখ্যা কমছে। কাজেই Matriculation

পরীক্ষায় তাদের সংখ্যা কম হওয়া অনিবার্য্য। এর মারাত্মক ফল এই যে, I Sc Class, B. Sc. Class, Medical College, Engineering প্রভৃতি শিক্ষা-কেন্দ্রে মুসলমান একেবারে গর হাজির হচ্ছে। এই গর হাজির হওয়ার পরিণাম মুসলমান জাতির উত্থানের পক্ষে কতখানি সাংঘাতিক তা ভাবলে অস্থির হয়ে পড়তে হয়। এতে আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্যা কিছুতেই সমাধান হতে পারবে না। দ্রুত অগ্রগামী হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত রাষ্ট্রীয় সমন্বয় (Political adjustment) সাধন করা দুষ্কর হবে। অবশেষে আমরা রাষ্ট্রের দিক থেকে একটী পতিত জাতি Political pariahs or Helots হয়েই থাকতে বাধ্য হব। আমাদের অধঃপতন অগ্রগামী (progressive) হিন্দু জাতিকে আর কতকাল পিছনে টেনে রাখবে? বেশী দিন নয়। তাই আজ আমাদের সতর্ক হতে হবে।

পুরাতন মাদ্রাসা-উত্তীর্ণ ছাত্র সমূহ শিক্ষকতা ও মোল্লাকী দ্বারা উঞ্ছবৃত্তি করা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য পেশার উপযোগী যে হতে পারেন তার সন্তোষজনক প্রমাণ আজও তাঁরা দিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে, তাঁরা আধুনিক জ্ঞানালোক হতে বঞ্চিত হওয়ায় গোঁড়ামি-চর্চ্চায় সমাজজীবনে মুক্তির পথ রুদ্ধ করছেন। নব-মাদ্রাসা উত্তীর্ণ ছাত্রগণও তাঁদের প্রাচীন-পন্থী ভ্রাতৃবৃন্দের চেয়ে খুব উন্নত হতে পারছেন তাও বোধ হচ্ছে না। হয়ত তাঁরা চলাফেরায়, পোষাক পরিচ্ছদে, হাবভাবে অনেকখানি দড় (Smart) হয়েছেন কিন্তু শিক্ষায় যে তাঁদের চেয়ে উন্নত হয়েছেন তার প্রমাণ তাঁরা দিতে পারেন নাই। দুই একজন হয়ত দুই একটী বড় চাকরী পেয়ে থাকবেন বা দুই একজন Medical School এ ভর্ত্তি হয়েছেন কিন্তু সাধারণতঃ তাঁরা আধুনিক জগতে চলবার মত বিশেষ যোগ্যতা লাভ করতে পারছেন না। তাঁরা Medical School

এ হয়ত যেতে পারছেন কিন্তু কস্মিন্‌কালেও যে Medical College এ ঢুকতে পারবেন না, তা তাঁরা উপলব্ধি করছেন বলে মনে হয় না। অন্যান্য বিভাগে প্রবেশ করা ত দূরের কথা, যেখানে বিজ্ঞান-চর্চ্চার আবশ্যকতা আছে এবং যেখানে জীবনায়োজন সংগ্রহের কায়দাকানুন শিক্ষা করতে হয়।

প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ হচ্ছে মন ও হৃদয় বৃত্তির সমধিক স্ফূর্ত্তি (development), অপরিচিত অবস্থার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করবার যোগ্যতা (Capacity), নব নব সমস্যায় নব নব সমাধান উদ্ভাবনে সক্ষমতা (Resourcefulness) ও জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের প্রতি প্রীতি (Love of Humanity) প্রদর্শনে জাগ্রত সহৃদয়তা ও প্রবৃত্তি। এসব লক্ষণ দ্বারা test করলে নব মাদ্রাসার শিক্ষা যথেষ্ট বলে প্রমাণ করা যায় না।

এই শিক্ষা যে জীবন-সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট নয় তার বড় প্রমাণ এই যে, অনেকেই আজ মাদ্রাসা হ'তে উত্তীর্ণ হয়েই সাধারণ ইস্কুলকলেজে ঢুকবার জন্য ছুটেছে। এতেই এই Scheme অবশেষে ব্যর্থ হবেই, (The Scheme will kill itself;) কিন্তু তার পূর্ব্বেই বাঙ্গালী মুস্‌লমানের এমন সর্ব্বনাশ হবে যে, তা আর শোধরান যাবে না। সুখের বিষয়, প্রিন্সিপ্যাল খান বাহাদুর মৌলবী মুহম্মদ মূসা সাহেব তাঁর বার্ষিক Reportএ এই Warning এর ইঙ্গিত করেছেন। জীবন সংগ্রামে এই মাদ্রাসা শিক্ষা এত অপর্য্যাপ্ত যে, সংস্কারের পূর্ব্বে মুস্‌লমান সংগ্রামে হটে হটে নিস্তনাবুদ হতে থাক্‌বে; কোনস্থানেই আর ঠাঁই করতে পারবে না। একবার বিলম্বে আরম্ভ করে তারা দেখছে হিন্দু আজ সর্ব্বত্র জায়গা জুড়ে বসেছেন। আর এই শিক্ষাপ্রণালীর ফলে তারা আর একেবারেই ঠাঁই করতে পারবে না। এ যাবৎ আমাদের অযোগ্যতা

বা অল্পযোগ্যতার সঙ্গে সরকারের হাত লাগান ছিল কিন্তু যত দিন যাবে ততই সে হাত শিথিল হতে থাক্‌বে ; অথচ ক্রমশঃ অধিকতর যোগ্যতার প্রয়োজন হবে। সুতরাং মুস্‌লমানের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এমত অবস্থায়, আমাদের সত্বর এমন একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক যাতে করে আমাদের শিক্ষা একমুখী (Unitary System) হয় ; আমাদের সময় ও অর্থ অযথা নষ্ট না হয় অথচ উন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমান যোগ্যতা অর্জ্জন করতে সক্ষম হওয়ার সুযোগ করতে পারি।

অনেকে মনে করছেন এই নব মাদ্রাসার কিছু কিছু সংস্কার করলেই বেশ হবে। কিন্তু আমার মনে হয় তা হবে না। কারণ সমস্ত স্কীমটাই একটা ভুল ধারণা ও ভুল উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর আগাগোড়া সংস্কার আবশ্যক।

একথা সত্য যে, মুস্‌লমান তার একটা বিশিষ্ট Culture ও সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যস্ত ; অথচ তাকে ভারতবর্ষে হিন্দু পড়শীর সহিত একত্র বসবাস করতে হবেই—তাঁর প্রভাব একেবারে এড়িয়ে গেলেও চল্‌বে না। এর উপর আবার ইংরাজ শাসনের প্রভাব। এই তিনের সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার করতে হবে। এক কথায়, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান আর ইস্‌লামের Culture একত্র সংযোগ করতে হবে। ব্যাপারটা খুব গুরুতর তাতে আর সন্দেহ নাই। কাজেই সমাজের শক্তিমান্ নেতৃবর্গের মস্তিষ্ক ও দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করে এই শিক্ষা-সংস্কার অতি সত্বর করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান মাদ্রাসা স্কীমে সরকার পক্ষ কোন আপত্তি তুলছেন না। কারণ সরকার পক্ষের তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। মুস্‌লমান অর্দ্ধ শিক্ষিত বা কুশিক্ষিত থাক্‌লে বিদেশী শাসন সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব কিছু

বেশীদিন বেঁচে থাক্‌তে পারবে। শিক্ষার অসমতা unequal education অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নত সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় সর্ব্বদা মস্ত বড় অন্তরায় করে রাখে। উভয় সম্প্রদায়ের Political outlock বা ideal এমত অবস্থায় এক হতে পারে না। ভয় ও সন্দেহ অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নত সম্প্রদায়ের সাধনার পথে কাঁটা স্বরূপ করে রাখে। এজন্য আজ আমাদের হিন্দু মুস্‌লমান নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য মুস্‌লিম বাংলার শিক্ষাকে উন্নতধরণে সংস্কার করার চেষ্টা করা। এতে পক্ষান্তরে আমাদের দুর্ভাগা দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথ অনেকখানি সহজ করে তুলা হবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে শিক্ষা বিভাগের দু একজন সহৃদয় কর্ম্মচারী যথা ডাঃ জেঙ্কিন্‌স ও মিঃ সার্প এই স্কীমকে নাপসন্দ করেছেন এবং মুস্‌লমানের ভবিষ্যৎ এতে খারাপ হচ্ছে তাও তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। দুঃখের বিষয়, সেজন্য তাঁরা মুস্‌লমানের শত্রু বলে গণ্য হয়েছেন। কিন্তু একদিন তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবেই। সুখের বিষয়, ইতোমধ্যেই সমাজের দুএকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই স্কীমের কুফল সম্বন্ধে অবগত হয়ে সমাজকে হুশিয়ার করতে চাচ্ছেন। আশাকরি, সত্বরই তাঁরা তাঁদের বাতিনী মতামত জাহির করে শিক্ষা সংসারের একটী আন্দোলন কার্য্যকরী করে তুলতে প্রস্তুত হবেন এবং এই আন্দোলনে পড়শী হিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয়বান্ প্রখর-মস্তিষ্ক ব্যক্তিবর্গের সহযোগ লাভ করতে হবে। নতুবা ষোলআনা ফল পাওয়া অসম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পূর্ব্বে আমি বলেছি আমাদের শিক্ষা একমুখী করতে হবে এবং কেমন করে করা দরকার তা ভাবতে হবে। আজ আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে এ সম্বন্ধে যা ভেবেছি তাই লিপিবদ্ধ করব। ভরসা, সমাজের যোগ্যতর ব্যক্তিগণ সত্বর এসম্বন্ধে তাঁদের চিন্তা কেন্দ্রীভূত করবার জন্য প্রবৃত্ত হবেন।

আমার মতে যে সমস্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার একটীও নষ্ট করবার প্রয়োজন নাই। কেবল পাঠ্যতালিকা, Policy ও outlook পরিবর্ত্তন করলেই কাজ হাসিল হবে। এখন পাঠ্যতালিকা কিরূপে পরিবর্ত্তন করা যায় তাহাই বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

আমাদের সর্ব্বপ্রথম দেখতে হবে এই সমস্ত মাদ্রাসা হতে যে সমস্ত ছাত্র উত্তীর্ণ হবে তারা যেন দুনিয়ার বুকে পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে বেশ স্বচ্ছন্দচিত্তে রীতিমত আলোক বাতাস উপভোগ করতে পারে। তাদের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও শরীর এই তিনের যথাযথ বিকাশ-সাধন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আবার যে সমস্ত হতভাগ্য উচ্চ শিক্ষা লাভে সমর্থ হবে না তাদের এমন এক একটী বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার যার উপর নির্ভর ক'রে তারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে এও দেখতে হবে যে, প্রত্যেক শিক্ষিত মুস্‌লমান ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হলেও ধর্ম্ম বিষয়ে ও নিজেদের ইতিহাস ও Culture সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হয় অথচ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত উদার ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত না হয়।

এই কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি একটী পাঠ্যতালিকার খস্‌ড়া (Skeleton) সমাজের বিচারার্থে খাড়া করতে দুঃসাহসী হচ্ছি। আশাকরি, এই খস্‌ড়া অবলম্বন করে অবিলম্বে যুক্তি তর্ক আলোচনা সমালোচনা চারিদিকে শুরু হবে এবং অবশেষে একটী সুন্দর যুগধর্ম্মসঙ্গত পাঠ্যতালিকা (Curriculum) নির্দ্ধারিত হবে।

এই পাঠ্য তালিকা নির্দ্ধারণ করবার পূর্ব্বে আমাদের কতকগুলি সমস্যার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যেতে পারে (১) ভাষা সমস্যা (২) রাষ্ট্র সমস্যা (৩) ধর্ম্ম সমস্যা ও (৪) সমাজ সমস্যা। ভাষা সমস্যা নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। ইংরাজী আমাদের রাজভাষা—তা শিখতেই হবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা—তা উপেক্ষা

করা আত্মঘাতী। আরবী বা সংস্কৃত আমাদের ধর্ম্মভাষা—তা ছেড়ে দিলে ধর্ম্মহীন হওয়ার আশঙ্কা—তা শিখতেই হবে। এর উপর আবার হিন্দী বা উর্দ্দ Lingua Franca যা না শিখলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্য Political-unity কার্য্যকরী হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বাঙালীর তথা ভারতবাসীর চারিটী ভাষা শেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন চারিটী ভাষা শেখা কি সহজ কথা! কিন্তু আমার মনে হয় ভারতবাসীর পক্ষে চারিটী ভাষা শেখা কিছুই শক্ত হবে না যদি সময়মত ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। কোন একজন জার্ম্মাণ Linguist বলেছেন, "ভাষাশিক্ষার জন্য দুইটী জাতির বিশেষ দক্ষতা (aptitude) দেখা যায়; Russians ও Indians. Russian দের দক্ষতা সবচেয়ে বেশী। কারণ প্রকৃতিই তাদের সে দক্ষতা প্রখর করেছে।" Russians রা বলে, "সাগরে পৌঁছতে হলে তাদের অনেক ভাষাভাষী দেশের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।" এতেই ঐ উক্তিটার খানিকটা পোষকতা পাওয়া যায়। Russian দের নীচেই Indians. তারপর আধুনিক জগতে প্রত্যেক সভ্যজাতিকেই তিনের অধিক ভাষা শিখতেই হয়। প্রত্যেক ইংরাজ বালককে মাতৃভাষা ইংরাজী, Lingua franca ফরাসী, trade ভাষা German এবং Classical ভাষা Latin বা Greek শিখতেই হয়। প্রত্যেক জার্ম্মাণ বালককে মাতৃভাষা German, Trade ভাষা ইংরাজী, Lingua franca ফরাসী, Legal ভাষা Latin, Classical ভাষা Greek মোট পাঁচটী ভাষা শিখ্‌তে হয়। কাজেই আমাদের aptitude থাকা সত্বেও আমরা চারিটী ভাষা শিখতে পশ্চাদপদ হব কেন? বস্তুতঃ উর্দ্দ, বা হিন্দী শেখা কিছুই শক্ত নয়। আরবী বা সংস্কৃত সময় মত পাঠ্য বিষয় করলে কাহারও পক্ষে কঠিন হবে না। আধুনিক প্রণালীতে ভাষা শিক্ষা দিলে চারিটী কেন দশটী ভাষাও শেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্র সমস্যা সম্বন্ধে একথা বল্‌লেই চলবে যে ইংরাজদের সংস্পর্শ ত্যাগ করা যখন আপাততঃ আমাদের পক্ষে কঠিন এবং যুক্তিসঙ্গত নয় তখন তাঁদের জ্ঞানগুণ অর্জ্জন করবার জন্য তাঁদের আদর্শ আমাদের অনুকরণ করাই শ্রেয়। তবে সকল ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আদর্শ এক হওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুস্‌লমান মধ্যে কোন পার্থক্য বা বিরুদ্ধ মনোভাব থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সেই আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করতে এবং তদনুসারে দেশের মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে শেখে শিক্ষাকেন্দ্রে তার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের পার্থক্য থাক্‌বেই। তবে শিক্ষার্থীর মনোভাব এমন করে গড়তে হবে যাতে ঐ পার্থক্য আমাদের কল্যাণের বা মুক্তির পথে বিঘ্ন না হয়ে বরং সহায় হতে পারে। প্রত্যেক ধর্ম্ম ও সমাজ পদ্ধতির শাসনাধীনে একটী চরিত্রগত দৃঢ়তা লাভ করা যায়; সেটী আমাদের জাতীয় জীবনের সম্পদ্। কিন্তু সে সম্পদ্ লাভ করতে হলে শিক্ষাকেন্দ্রে যাতে ঐ বিশ্বাস ও আচারে প্রাণ সঞ্চার হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। জ্ঞান ও প্রীতিই সে প্রাণের জননী। সুতরাং হিন্দ্ মুসলমানকে সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্রে একত্র বসে সে জ্ঞান ও প্রীতি অর্জ্জন করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। পৃথক্ পৃথক্ মনোভাব দিয়ে পরিচালিত পৃথক্ পৃথক্ সাম্প্রদায়িক শিক্ষাকেন্দ্রে আবশ্যকীয় জ্ঞান ও প্রীতির চর্চ্চা সম্ভবপর হবে না; আবার তা না হলে আমাদের রাষ্ট্রীয় মনোভাব (political outlook) বীর্য্যবন্ত হবে না। হিন্দ্ মুস্‌লমানকে Protestant ও Catholic এর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

এখন পাঠ্যতালিকার একটী সংক্ষিপ্ত outline দেওয়ার চেষ্টা করব। এস্থলে আর একটী সমস্যার কথা মনে পড়ছে। সেটী হচ্ছে পাঠ্য পুস্তকের অভাব। নূতন Curriculum এর জন্য নূতন বিষয় অবলম্বনে নূতন

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার দরকার হবে। সে সমস্ত পুস্তক চেষ্টা করে উপযুক্ত লোকদ্বারা প্রণয়ন করাতে হবে। তার জন্য ভিন্ন কমিটী করে নূতন নূতন পুস্তক তৈরী করা যেতে পারে। হায়দ্রাবাদে যেমন উর্দ্দু গ্রন্থ তৈরী হচ্ছে তেমনি নূতন Curriculum এর জন্য নূতন পুস্তক তৈরী করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চেষ্টা না করলে কোন সংস্কারই সম্ভবপর হবে না।

বলা বাহুল্য, শিক্ষার চারিটী স্তর (Stage). Primary, Secondary, Intermediate ও University. Primary stage এ ছয় বৎসর; Secondary stage এ চারি বৎসর; Intermediate stage এ দুই বৎসর এবং University stage এ চারিবৎসর ব্যাপী পাঠ্যতালিকা দীর্ঘ হওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত Law, Medical ও Engineering বা অন্যান্য Technical line এর কথা স্বতন্ত্র। এদেশে পাঁচ বৎসরই Minimum School going age ধরা যেতে পারে।

এস্থলে মাদ্রাসা ব্যতীত সাধারণ স্কুল কলেজের শিক্ষার কয়েকটী দোষ উল্লেখযোগ্য। সে দোষগুলির প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রেখে এই শিক্ষা সংস্কার করতে হবে। সে গুলি এই :—

(১) আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র ধর্ম্ম ও নীতি বিবর্জ্জিত।

(২) আধুনিক শিক্ষিত মুস্‌লমান মুস্‌লিমকালচার ও ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ।

(৩) আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র স্বাস্থ্যহীন।

(৪) আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র জীবিকার্জ্জনে শ্রমবিমুখ ও নিরুপায় অর্থাৎ বেকার—নব সমাধান-উদ্ভাবনে অক্ষম (impotent.)

(৫) আধুনিক প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্রকে কোন শিল্প শেখান হয় না।

আমার প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত পাঠ্যতালিকা কার্য্যকরী করতে হলে সর্ব্বপ্রথম একথা মনে রাখতে হবে যে মাদ্রাসাগুলি সমানভাবে হিন্দু মুস্‌লমানের জন্য উন্মুক্ত থাক্‌বে। মুস্‌লমানের মাদ্রাসা হিন্দুদের সোহবৎ হতে একেবারে আলগ্‌ করলে আমাদের পক্ষে আত্মঘাতী হবে। আমরা সাধারণ প্রতিযোগিতার আদর্শ হতে পৃথক থেকে পূর্ণবিকাশ লাভ করতে পারব না। উভয় জাতির পরস্পর মিলন ও প্রীতি অত্যাবশ্যকীয়। তজ্জন্য স্কুল কলেজ পৃথক্‌ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রাচীন খলিফাদের যুগে মুস্‌লমানদের মাদ্রাসা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। আমরা কি সে আদর্শ অনুসরণ করব না? তাতে যে আমরা আরো শক্তিমান্‌ হতে পারব। হিন্দু বা অন্য জাতির সংস্পর্শে এসে পরস্পর দোষগুণের খবর পেয়ে আমরা পরস্পরের দুর্ব্বলতা এড়িয়ে শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করতে পারব। আজকার দুনিয়ায় পৃথক্‌ হয়ে থাক্‌লে মৃত্যু অনিবার্য্য (aloofness is death)। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কে শিক্ষাদানকালে মুস্‌লমান ও হিন্দু ছাত্রকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ Class এ বসান যেতে পারে; কিন্তু সাধারণ শিক্ষাদানকালে তাদের একত্র একই Class এ বসান কর্ত্তব্য। কারণ উভয়কেই পরস্পর প্রীতির সাগরে অবগাহন করে উভয়ের অতীতকে ভুলে গিয়ে নূতন বর্ত্তমানকে গড়ে তুলতে হবে—একথা এক মুহূর্ত্তও ভুললে চলবে না। এই প্রীতির উপরই আমাদের সমস্ত Educational policy খাড়া করতে হবে। তবেই আমাদের নব ভারত জন্মলাভ করে বিশ্বের দরবারে গৌরবময় আসন লাভ করবে।

পাঠ্য তালিকা

প্রাথমিক শিক্ষা

[Priarmy Stage]

শিশুশ্রেণী

বয়স—৫ বৎসর হইতে ৬ বৎসর

বস্তু সাহায্যে শিক্ষারম্ভ করা আবশ্যক। মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন। বর্ণজ্ঞান-লিখন ও পঠন। অঙ্গুলি, বীচি, কড়ি, ফিতা প্রভৃতি সাহায্যে গণন শিক্ষা।

বর্ণশিক্ষার জন্য একখানি পাঠ্যপুস্তক থাকা চাই। সচরাচর ব্যবহৃত শব্দ সমূহ থাকা চাই। Unity of God ; Fraternity of men ও Universe সম্পর্কে কিছু কিছু দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রথম আভাষ (Lessons of first impression of Religion) দেওয়ার চেষ্টা করা দরকার। Aristotle এর Teleological methodই এস্থলে ব্যবহার্য্য।

ধর্ম্ম ও দেশ-ভক্তি সূচক সহজ সহজ সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে সুকুমারমতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করার সাধু চেষ্টা করা আবশ্যক। শিশুর যে বস্তুর প্রতি বিশেষ আগ্রহ সেইটাই শিক্ষার বস্তু হওয়া উচিত।

প্রচুর খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকা চাই। খেলাধুলার পরীক্ষা হওয়া উচিত। প্রতিযোগিতার আকাঙ্ক্ষা-বৃদ্ধির চেষ্টা করা দরকার।

প্রথম মান (Standard I)

বয়স—ছয় হইতে সাত বৎসর

এই শ্রেণীতে মাতৃভাষায় রচিত দুই খানি পাঠ্যপুস্তক এবং একখানি গণিত থাক্‌বে।

একখানি পাঠ্যপুস্তক সাধারণের জন্য—হিন্দু মুস্‌লমান নির্ব্বিশেষে। ইহাতে মানুষ ও পশু সম্পর্কীয় ছোট ছোট গল্প—জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মহৎলোকের জীবন চরিতাখ্যায়িকা—প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছোট খাট বর্ণনা। উভয় জাতির culture এর কথা অবলম্বনে anecdotes (গল্প), বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের গল্প, যাতে প্রত্যেক জাতির কৃতিত্বে শ্রদ্ধা জাগে, —দেশভক্তি সম্পর্কে যুদ্ধকাহিনী ও বড় বড় বীরের কীর্ত্তিকাহিনী গল্প আকারে লিপিবদ্ধ থাকবে।

দ্বিতীয় পাঠ্যপুস্তকখানি মুস্‌লমানদের জন্য পৃথক্ ও হিন্দুদের জন্য পৃথক্ হবে। ইহাতে মুস্‌লমানদের চিত্তে মুস্‌লিম সভ্যতার স্মৃতি এবং হিন্দুদের চিত্তে হিন্দু সভ্যতার কাহিনী জাগরূক করবার জন্য নানা প্রকার ঐতিহাসিক কাহিনী—যেমন, মুস্‌লিম জাতির যুদ্ধ কাহিনী, বড় বড় মুস্‌লিম চরিত অথবা রামায়ণ মহাভারতের গল্প ও বড় বড় লোকের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করা হবে।

ছোট ছোট কবিতা কতকগুলি প্রথম পাঠ্যপুস্তকে রাখা প্রয়োজন। কিছু কিছু কণ্ঠস্থ করান চাই।

এরূপভাবে বিষয় নির্ব্বাচন করা চাই যাতে ছাত্রদের মুস্‌লিম সভ্যতা ও ইতিহাসের এবং হিন্দু সভ্যতা ও ইতিহাসের প্রতি তুল্য শ্রদ্ধা জাগতে পারে। মনে রাখতে হবে, সমস্ত বিষয়েই মাত্র first impression দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

প্রথম পুস্তক ৫০ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় পুস্তক ৫০ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া উচিত নয়। বলাবাহুল্য, ভাষা খুব সহজ ও গল্পগুলি খুব কল্পনা উদ্দীপক, আমোদজনক ও বিস্ময়কর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গণিত। অমিশ্র চারি নিয়ম। শিশুর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত সহজ সহজ Problems (প্রশ্ন)।

এ সমস্ত বিষয় নির্ব্বাচন খুব সতর্কতার সহিত করা চাই। যে সমস্ত গল্প বা কথায় এক সম্প্রদায়ের হৃদয়ে চোট লাগে—তা একেবারে বর্জ্জন করতে হবে। যেমন আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ—রাণাপ্রতাপের মুস্‌লিম নিধন—অন্ধকূপহত্যা ইত্যাদি। এ সমস্ত নব Curriculum এ কিছুতেই স্থান পাবে না। কারণ আমাদের এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে হিন্দু মুস্‌লিম culture এর সমন্বয় (synthesis) সাধন করে হৃদয়বান্ আধুনিক ভারতবাসী তৈরী করা।

এ ছাড়া সঙ্গীত ও ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষাদান শিশু শ্রেণীরই অনুরূপ হবে। খেলাধূলও ঐরূপ। Test সঙ্গে সঙ্গে চল্‌বে।

দ্বিতীয় মান (Standard II)

বয়স—সাত হইতে আট বৎসর

১। সাহিত্যপাঠ—দ্বিতীয় ভাগ

জীবনচরিত—প্রাকৃতিকদৃশ্য—স্বাস্থ্য—শরীরচর্চ্চা—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের রহস্য (Romance of scientific discoveries)—সামাজিক নীতি-রাষ্ট্র পদ্ধতি—বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য, ধনসম্পদ ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধের সমষ্টি।

(২) ভৌগলিক (Geographical Phenomena,) বিষয় সম্বন্ধে পাঠ—(Natural History)

(৩) গণিত শিক্ষা—চারি নিয়ম—কঠিনতর প্রশ্ন। মিশ্র যোগ বিয়োগ। সদা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য Problems.

(৪) ইস্‌লাম অথবা হিন্দুধর্ম্ম সম্পর্কীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবলম্বনে পাঠ। সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান পালনের প্রথম চেষ্টা। দীনিয়াত চর্চ্চা।

(৫) Manual Training, Drawing, designs Etc.

(৬) খেলাধূলার ভিতর দিয়ে শরীর চর্চ্চার ব্যবস্থা—পরীক্ষা।

তৃতীয় মান (Standard III)

বয়স—আট হইতে নয় বৎসর

১। সাহিত্যপাঠ—তৃতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় মানের বিষয় অবলম্বনে রচিত পাঠ।

২। উর্দ্দু বা হিন্দী প্রথম পাঠ। (First Lessons)

৩। মানবজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গল্প (Lessons from the History of Nations)—প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি ও মুসলিম গৌরবের কাহিনী।

৪। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভৌগলিক পাঠ ও Natural History.

৫। গণিত ও জ্যামিতিক অঙ্কন—Drawing.

৬। হিন্দুধর্ম্ম বা ইস্লাম সম্পর্কে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবলম্বনে বিস্তৃত পাঠ—দীনিয়াত।

৭। ইহার সহিত প্রত্যেক ছাত্রকে নিম্নের যে **কোন একটী কার্য্য** শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ক) সূত্রধরের কাজ (Carpentry) ; (খ) সঙ্গীত

(গ) কর্ম্মকারের কাজ (Smithy), (ঘ) Painting.

(ঙ) দরজির কাজ (Tailoring) ; (চ) Book-Binding

(ছ) কৃষিকার্য্য ও বাগান রচনা (Agriculture ও Gardening) স্থানীয় অভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য কাজ শিক্ষা দেওয়া দরকার।

(জ) ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কথা। বাণিজ্য-প্রধান জাতি সমূহের উত্থানের ইতিহাস অবলম্বনে পাঠ। জাপান, ইংরাজ, জার্ম্মাণ, মাড়োয়ারী

প্রভৃতি জাতির Adventure, Success ও Romance of Commerce অবলম্বনে পাঠ।

৮। ধর্ম্ম ও সমাজের অনুষ্ঠান পালন—খেলাধূলা—শরীর চর্চ্চা। মুসলমানদের জন্য নামাজের Disciplineএর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

চতুর্থ মান (Standard IV)

বয়স—নয় হইতে দশ বৎসর

১। সাহিত্য ও ব্যাকরণ

দ্বিতীয় মানের বিষয় অবলম্বনে পাঠ (Advanced Lessons)

২। উর্দ্দু—২য় ভাগ

৩। গণিত ও জ্যামিতি—Drawing, Designs, Etc.

৪। ইংরাজী প্রথম পাঠ (First Lessons in English)

৫। ভারতের ঐতিহাসিক গল্প (Lessons from Indian History) সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলে এমন গল্প বর্জ্জিত বরং প্রীতি ঘনিয়ে উঠে এমন সমস্ত পাঠ থাকা চাই।

৬। ভূগোলপাঠ—পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও Natural History of India.

৭। কার্য্য শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ

(জ) ব্যবসায় বাণিজ্য (First Lessons on Inland trade and Transport in Vernacular.)

৮। কোরাণের মাতৃভাষায় অনূদিত নির্ব্বাচিত পাঠ (Selections from the Quran)

অথবা

রামায়ণ মহাভারত বা গীতার অনোত্তীর্ণ পাঠ।

এই Selection এর উদ্দেশ্য হবে মানবপ্রীতি জাগিয়ে তুলা-তৌহিদের ধারণা প্রখর ও ভ্রাতৃত্ব-জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

৯। অনুষ্ঠানের অর্থ-জ্ঞান বৃদ্ধি করার চেষ্টা। রোজা, নামাজ, হজ্জ, যাকাৎ, জুমা, ঈদ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান ও তাহার অর্থ ও উপকারিতা (meaning ও utility)—দীনিয়াৎ সম্বন্ধে পাঠ।

হিন্দুদের জন্য অনুরূপ পাঠ।

১০। খেলাধূলা, শরীর চর্চ্চা, উৎসব অনুষ্ঠান পালন।

পঞ্চম মান (Standard V)

বয়স—দশ হইতে এগার বৎসর

১। সাহিত্য ও ব্যাকরণ

Primary Selections from Various authors—Hindus, Muslims, গদ্য ও পদ্য। Style ও Composition এর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই। দুই paper করা কর্ত্তব্য।

২। উর্দ্দু পাঠ—৩য় ভাগ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প—lives of saints.

৩। ইংরাজী পাঠ—২য় ভাগ—লিখন ও বাক্যরচনা।

৪। গণিত ও জ্যামিতি—Drawing.

৫। ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ভূগোল—

এবং Natural History of Bengal

৬। ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুগল ও ব্রিটিশ রাজত্ব)

৭। ইস্‌লামের মূলসূত্র—দীনিয়াৎ অথবা হিন্দুধর্ম্মের মূলসূত্র ও তাহার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অর্থ।

৮। হিন্দুভারতের ইতিহাস অথবা মুস্‌লিমজাতি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৯। First lessons in Arabic or Sanskrit

১০। **কাজ শিক্ষা ৪র্থ মানের অনুরূপ**

(জ) ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা (Theory and practice of Trade and Transport in Vernacular).

১১। খেলাধূলা, শরীর চর্চ্চা।

ষষ্ঠ মান (Standard VI)

বয়স—এগার হইতে বার বৎসর

১। সাহিত্য ও ব্যাকরণ

পঞ্চম মানে যে Selecions হবে তাহাই এই মানেও চল্‌বে। দুই paper—Style ও Composition এর উপর বিশেষ জোর (stress) দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। উর্দ্দু পাঠ—৪র্থ ভাগ ও ব্যাকরণ—Composition এর দিকে জোর দেওয়া কর্ত্তব্য। বোলচাল (Conversation)

৩। ইংরাজী পাঠ—৩য় ভাগ ও ব্যাকরণ—ছোট ছোট গল্প রচনা।

৪। গণিত ও জ্যামিতি (অঙ্কন—ড্রইং)

৫। ইউরোপ ও আমেরিকার ভূগোল।

৬। ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুগল ও ব্রিটিশ রাজত্ব)

৭। শাসনতন্ত্র ও পৌরজনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সংক্রান্ত (Civic rights and duties) ও জগতের জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় অবলম্বনে পাঠ।

৮। ইস্‌লাম ও হিন্দুধর্ম্ম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান।

ইহার সঙ্গে মুস্‌লমানদের জন্য কোরাণ, হাদিস ও হজরতের জীবন চরিত হতে মনোনীত অধ্যায় এবং হিন্দুদের জন্য রামায়ণ মহাভারত বা গীতা হতে মনোনীত অধ্যায়।

এখানে প্রত্যেক ছাত্রকে হিন্দুধর্ম্ম ও ইস্‌লাম সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করতে হবে। এর জন্য এই paperএর অর্দ্ধেক Compulsory করতে হবে হিন্দু মুস্‌লমান উভয়ের জন্য।

৯। Arabic or Sanskrit.—দ্বিতীয় ভাগ।

১০। কাজ শিক্ষা ৫ম মানের অনুরূপ

(জ) Theory and Practice of trade and Transport. (A Text Book to be written in Vernacular.)

১১। খেলাধূলা, শরীরচর্চ্চা, দীনিয়াত চর্চ্চা।

এই মানের শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত। এই স্তর হতে যে সমস্ত ছাত্র শিক্ষাকেন্দ্র হতে বিদায় গ্রহণ করবে তারা প্রত্যেকেই এক একটী কাজ শিক্ষা করে জীবনসংগ্রাম শুরু করবে এবং আশা করা যায় ঐ শিক্ষার উপর নির্ভর করে তারা জীবিকানির্ব্বাহ করতে কোন বেগ পাবে না। ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কেও আবশ্যকীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তারা জেনে ছোটখাট ব্যবসায় অবলম্বন করতে সাহসী হবে। ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে পাঠ বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রধান জাতির কিছু কিছু ইতিহাস অবলম্বন করে মাতৃ ভাষায় রচনা করা বাঞ্ছনীয়। এ সমস্ত Details পরে ঠিক করা যেতে পরে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

[**Secondary Stage**]

সপ্তম মান (Standard VII)

বয়স—১২ হইতে ১৩ বৎসর

১। সাহিত্য—পদ্য ও গদ্য

মনোনীত প্রবন্ধ (Selections)—Style, Composition ও Grammar.

Natural phenomena—Great Social and Ecomic movements—World culture—Great personalities—Man and Society—Historical events—Present day movements সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পদ্য—Selections—Critical Study.

Essay—Descriptive—Historical—Reflective.

২। উর্দ্দু সাহিত্য—Selections—Prose and Poetry.

From Notable Authors—Grammar and Composition—Conversation—Urdu News paper Selections—Its Style.

৩। English—Prose and Poetry—Selections from Notable Authors.

Composition and Grammar.

৪। Arabic or Sanskrit—Reader III.

Grammar and Composition.

৫। History of the British Empire—Stories of the Adventures, expansion and exploration by the British—General outline of English History—(A text book to be written and taught in Vernacular).

৬। Mathematics—Arithmetic—Algebra—Geometry.

৭। Geography—Effect of Geographic phenomena on man—Human activity and Nature—physical Geography—Climates and civilisation—Commercial Geography—Interpretation of historical Geography—including Nature Study and Hygiene relating to the influence of Geographic factors on Human health and Vegetation.

৮। Critical study of Indian History—Development—meaning of events—Social and Economic Condition—Great Kings—Important epochs—personalities—with a brief account of several important nations who faught for freedom and of their Heroes and martyrs. (The Text Book to be written in Vernacular).

৯। A brief account of the Present day world—Capital and labour—Heroes of to-day and their reconstruction—Social movements—their purpose—Future outlook—with a comparison to our present day condition—Social and Economic. (The Text Book to be written in Vernacular).

১০। Selections from the Quran and the traditions and Great Characters of Islam—with a brief account of Intellectual and Social movements in Islamic History-Salient features of Islamic culture.

(The Text Book to be written in Vernacular)

A Similar Course for the Hindu Students.

১১। Any **one** of the following :—

(a) Painting.

(b) Wood work.

(c) Draughtsmanship.

(d) Surveying.

(e) Clay modelling or pottery.

(f) Tailoring.

(g) Dyeing.

(h) Photography.

(i) Agriculture and Gardening.

(j) Music.

(k) Accountancy.

(l) Book-binding.

(m) Elements of commerce—Pioneers of Industry—Foreign trade—Practice—Statistics—Transport facilities—The Text Book to be written in Vernacular.

(n) Elements of theology—Kalam—Usul—Diniat.

১২। খেলাধূলা—শরীর চর্চ্চা—শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চর্চ্চা যাতে হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যেক স্কুলের শরীরচর্চ্চাআগারে (Gymnasium)এ এসে এক ঘণ্টা কসরৎ ইত্যাদি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে প্রত্যেককে পরীক্ষা দিতে হবে। বয়স অনুসারে প্রত্যেক ছাত্রের গঠন, ওজন, দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি ঠিক Normal আছে কিনা সেটা periodical test দ্বারা নির্দ্ধারণ করতে হবে। এজন্য প্রত্যেক স্কুলে এমন একজন Physical Instructor রাখার দরকার হবে, যাঁর medical knowledge আছে। প্রাচীন Drill master এর স্থলে Physical Instructor রাখলেই চলবে।

এই মানের Curriculum এ দেখা যাচ্ছে চারিটী ভাষা ও কতকগুলি Art শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। Courseটী একটু heavy মনে হচ্ছে কিন্তু ১২—১৩ বৎসরের ছেলের বুদ্ধি যদি রীতিমত বিকশিত হয় তাহলে আদৌ heavy হবে না। Text Book শিক্ষাদান এবং পরীক্ষাও যখন Vernacularএ হবে তখন বিশেষ কিছু শক্ত হবে না বলে আমার বিশ্বাস।

অষ্টম মান (Standard VIII)

বয়স—১৩ হইতে ১৪ বৎসর

সপ্তম মানের Curriculum অনুসরণ করতে হবে। ঐ মানের যাবতীয় পুস্তক এই মানে শেষ করতে হবে। কার্য্যশিক্ষাও চল্‌বে। এই মানের শেষে একটী General test হবে। এই testএ উত্তীর্ণ হলে নবম মানে প্রত্যেক ছাত্রের সামনে ৪টী বিভিন্ন Group ধরা হবে। তখন প্রত্যেক ছাত্রকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে যে কোন একটী Group অবলম্বন করতে হবে। সেই Groupএর Corresponding Group ক্রমশঃ উচ্চ শিক্ষার Stageএ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই Test এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক ছাত্রকে তার আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য বাধ্য করা—যাতে করে সে ভবিষ্যতে আধুনিক যুবকদের মত উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে অনর্থক অর্থ, শক্তি ও সময় নষ্ট না করে।

নবম মান (Standard IX)

বয়স—১৪ হইতে ১৫ বৎসর

১। সাহিত্য—(সপ্তম ও অষ্টম মানের অনুরূপ)—advanced—A little more Critical Study and appreciation of literature—Bengali Authors—acquaintance with them—Grammar—Composition—Essay (ঐ অনুরূপ)

২। উর্দ্দু—Similar course—Authors—acquaintance with them.

৩। English—Prose and Poetry—Advanced lessons—Selections from Notable authors—acquaintance with them—Composition—Grammar—Essay.

৪। Arabic or Sanskrit—Stories from ancient Books. *e. g.* Alif Laila or Panchatantra Etc.

Grammar and Composition—Unseen Passages.

৫। Geography of the world, with Commercial Geography—acquaintance with current Topics of the modern world.

৬। History of India with brief outline of History of Islam and Ancient India.

৭। Mathematics.

৮। খেলা ধূলা ও শরীর চর্চ্চা।

৯। Any **one** of the following Groups—

GROUP A (Arts).

Any **two** of the following :—

(a) English Literature (Advanced Course).

(b) Vernacular Literature (Advanced Course).

(c) Persian.

(d) French or German.

(e) History of Europe (A brief outline in English).

(f) History of the Muslim Peoples (Text Book in Vernacular).

(g) A brief acquaintance with great thinkers and their thoughts on man, Society, God and the Universe—(A Text Book written in Vernacular).

(h) History of the Ancient Races—Hindus—Egyptians—Persians—Chinese. (A Course in Vernacular).

(i) Elementary Civics. (A Course in English).

GROUP B (Science).

Any **two** of the following :—

(a) Mathematics (Advanced Course).

(b) Elementary Science.

(c) French or German.

(d) Hygiene and Elements of Physiology.

(e) Geography (Advanced Course) and Natural History.

GROUP C (Theology).

Any **two** of the Subjects :—

(a) Advanced Lessons in Arabic or Sanskrit Literature and Grammar.

(b) Persian (First Lessons).

(c) French or German (First Lessons).

(d) Elements of Islamic Theology—outline of Sharaul Islam—Fiqh—Hadith—Usul—Kalam—Aqaid.

or Hindu Theology.

(e) Islamic History and Culture—A brief Course in Vernacular.

or History of Hindu Culture.

GROUP D (Technical).

Any **two** of the following :—

(a) Typewriting.

(b) Accountancy.

(c) Theory and Practice of Trade and Transport (Avanced).

(d) Elements of Botany.
(e) Agriculture and Gardening.
(f) Elementary Chemistry
(g) Dyeing.
(h) Photography, Painting.
(i) Surveying.
(j) Mensuration, Geometry (advanced Course).
(k) Elementary Physics.
(l) Music.
(m) Other Technical and Chemical Arts that may be provided.

দশম মান (Standard X)

বয়স—১৫ হইতে ১৬ বৎসর

নবম মানের Course এরই Revision and Completion.

এই মানের শেষে Matriculation পরীক্ষা।

নবম মানের প্রথমেই যে চারিটী Group করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, ছাত্রদের Energy যাতে গোড়া থেকে তাদের aptitude অনুসারে একটী দিকে concentrate হতে পারে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। Group A হচ্ছে খাঁটি Arts এর পক্ষপাতী যারা তাদের জন্য। Group B হচ্ছে তাদের জন্য যারা medical, কি Engineering কি উচ্চতর Scientific Researchএর আকাঙ্ক্ষা করবে। Group C হচ্ছে ঐ সমস্ত ছাত্রদের জন্য যারা মৌলবী মৌলানা বা পণ্ডিত হতে ইচ্ছা করবে। Group D হচ্ছে তাদের জন্য যারা Matriculationএর পর আর উচ্চতর শিক্ষার জন্য অর্থ বা সময় নষ্ট

করতে সক্ষম হবে না। তারা একটা না একটা Art শিক্ষা করে দুপয়সা রোজগার করবার শক্তি অর্জ্জন করেই Matriculation পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবে। তারপর ছাত্রগণ হয় Intermediate College Stageএ, নয় Lower gradeএর technical or medical or Engineering or Agricultural Educationএর জন্য চেষ্টা করতে পারে।

Intermediate College Stage.

First year Class.

বয়স—১৬ হইতে ১৭ বৎসর

1. Vernacular Literature :—
   (a) Prose and Poetry.
   (b) Essay and Unseen passages.
2. English Literature :—
   (a) Prose and Poetry.
   (b) Essay and unseen extracts.
3. Current Topics and General Knowledge.
4. Sports and Physical Culture.
5. Any **one** of the following Groups.

GROUP A (Arts).

Any **three** of the following subjects :—

(a) English Literature (Advanced Course).
   (i) A Short History of its origin and development.
   (ii) Prose-Text and Unseen passages.
   (iii) Poetry and Drama-Text with unseen poems.

(b) Vernacular Literature (Advanced Course).
  (i) The same as in (a) (i).
  (ii) Prose-Text and Unseen passages.
  (iii) Poetry and Drama-Text with unseen poems.
(c) History (any *two*) :—
  (i) History of England.
  (ii) History of Rome.
  (iii) History of Islamic Peoples.
  (iv) History of Greece.
  (v) History of India (Mediæval and Modern).
  (vi) History of Japan.
  (vii) History of America.
  (viii) History of Ancient India.
(d) Logic : Deductive and Inductive.
(e) Mathematics.
(f) Arabic or Sanskrit.
(g) Persian.
(h) French or German.
(i) Civics.
(j) Economics.
(k) Urdu Literature.
  (i) History of its origin and development.
  (ii) Prose-Text and Unseen passages.
  (iii) Poetry-Text and unseen poems.
(l) Elements of Philology.

GROUP B (Science).

Any **three** of the following :—
(a) Mathematics.
(b) Chemistry—Theoretical and Practical.

(c) Physics—Theoretical and Practical.
(d) Physiology—Theoretical and Practical.
(e) Botany— do do
(f) Geography.
(g) Anthropology.
(h) French or German.

One Additional Subject may be taken up to make up *four* subjects instead of three.

GROUP C (Theology).

Any **four** of the following :—

(a) Select portions of the Quran in original—Critical and Historical meaning—Present-day Significance.

(b) Select traditions (Hadith)—Chronologically arranged—meaning—Critical and Historical—Present day application.

(c) Persian (Advanced Course)—with Grammar and Composition.

(d) French or German with a view to research in Islamic Literature in those languages—

(e) Elements of Comparative Religion—Hinduism—Budhism—Christianity and Islam—Significance of Islam as a world Religion—its elements in other Religions.

(f) History of Islamic Culture—Influences at different epochs—their effects on the Society of the Muslims. —Caliphate—its History and Significance.

(g) Mantaq and modern logic.

(h) Kalam and Shar'usl Islam—Fiqh—usul.

(i) Arabic Literature.

(i) Short History of Arabic Literature—its origin and growth.

(ii) Prose—Text nnd unseen passages.

(iii) Poetry—Text and unseen poems.

(g) Comparative philology.

GROUP D (Commercial).

Economics এবং any **three** of the following :—

(a) Advanced course in Accountancy-Auditing.

(b) Elements of commercial Law.

(c) Trade and Transport.

(d) Commercial Geography-Problems-practice of Commercial centres regarding localisation of industry and transport.—with special reference to India.

(e) History of Commercial Devolopments—with a brief account of the struggles for Commercial supremacy made by the most powerful nations of today—Japan—America—English—German—their modern position.

(f) Theory and practice of Correspondence—Drafting—Indexing—Summarising—Reports—Banking.

(g) Statistics—Graphical Representation of statistics.

(h) Indian Commerce—in relation to the Commercial development in the British Empire—Tariffs—Shipping—Industrial Developments in India—Difficulties—Solutions.

(i) French or German.

Commerce এর Groupটী একটু heavy করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, Commerce Curriculum University Stage এ Economics এর সঙ্গে alternative subject করলে ভাল হয়। Intermediate Stage এর শেষে Commerce Group নিয়ে যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের এক একটী Diploma দিয়ে দিলেই ভাল হয়। এরা অনর্থক University তে দুই বৎসর সময় নষ্ট না করে এই Diploma নিয়ে দুই বৎসর পূর্ব্বেই কোন Business বা Serviceএ ঢুকে গেলে এই দুই বৎসরে ঢের practical জ্ঞান লাভ করতে পারবে এবং দুই পয়সা রোজগারও করতে পারবে।

আর একটী লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই যে, প্রত্যেক Group এর জন্যই Vernacular ও English Compulsory করা হয়েছে—তার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক Intermediate Stage এর ছাত্রদের English ও Vernacular এর জ্ঞান একটু প্রখর করা। আজকাল University তে প্রবেশ করেন যাঁরা তাঁদের English ও Vernacular এর জ্ঞান অপর্য্যাপ্ত। এই ত্রুটী দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই ঐ দুইটা Subject Compulsory করা হয়েছে।

Second year Class

বয়স—১৭ হইতে ১৮ বৎসর

First-year এর Course—Revision and Completion—পরীক্ষা।

University Stage.

[Pass Course]

First year Class.

বয়স—১৮ হইতে ১৯ বৎসর

1. Vernacular Literature and Language ... 2 papers.
2. English Literature and Language ... 2 papers.
3. Modern world and General Knowledge ...
   Great movements – Causes and Effects—
   Great personalities—their activities –
   History and development ... ... 1 paper.
4. Sports and Physical culture—Test.
5. Any **one** of the Groups.

GROUP A (Arts).

Any **three** of the following Subjects (3 papers each)

(a) English Literature ... (Advanced)—Critical—Historical study—Prose—Poetry—Drama—

(b) Arabic or Sanskrit literature.
History—Prose—poetry.

(c) Persian—Literature.
History—Prose—Poetry.

(d) French or German Literature.

(e) History—(Any *three*).

(i) History of the British Empire.
(ii) History of America.
(iii) History of the Muslim Peoples.
(iv) History of the Far East.

(v) History of Europe.
(iv) History of the Modern world since 1914.
(vii) History of India.

(f) Economics and Commerce.

(g) Politics and Sociology.

(h) Comparative Philology.

(i) Islamic culture and Socio-political Meaning of Islam.

(j) Hindu culture.

(k) Philosophy.

(i) General Philosophy (metaphysics).
(ii) Ethics and Psychology.
(iii) Islamic Philosophy.

Or

Hindu Philosophy.

(l) Experimental Psychology.

(m) Mathematics.

(n) Vernacular Literature.

Critical and Historical Study—prose—Poetry—Drama.

GROUP B (Science).

Any **three** of the following :—(3 papers each)

(a) Mathematics.
(b) Chemistry.
(c) Physics.
(d) Botany.
(e) Physiology.
(f) Anthropology.
(g) Geology.

GROUP C (Theology).

Any **three** of the following :—(3 papers each)

(a) Arabic Literature and Language.
(b) Persian Literature and Language.
(c) French or German Literature and Language.
(d) Comparative History of the Muslim Peoples.
(e) Comparative Religion—Hinduism—Budhism Christianity and Islam—
(f) The Quran with Commentaries—Modern Significance.
(g) The Traditions (Hadith)—Modern Values.
(h) Fiqh and Usul—Laws of Shariat—Faraiz etc.
(i) Ethics and Philosophy of Islam.
(j) Comparative Philology.
(k) Urdu Literature and Language.

Second year Class

বয়স—১৯ হইতে ২০ বৎসর

Frist year এর Course—Revision and Completion—Degree Examination.

Honours Course (তিন বৎসর)

বয়স—১৮ হইতে ২১ বৎসর

Pass course এর Compulsory Subject Honours Candidate দের জন্যও Compulsory.

Additional তিনটী Subject এর মধ্যে একটী Honours Subject বাদে বক্রী দুইটী Subject pass course এর অনুরূপ। ঐ দুই Subject এর পরীক্ষা—Pass Degree Examination এর সময় তারা দিয়ে শেষ করতে পারে। Honours Subject টীতে ৮টী Paper থাক্‌বে। এ সম্বন্ধে Dacca Universityর arrangement অনুসরণ করা যেতে পারে।

Post Graduate Course

বয়স—২১ বৎসর হইতে ২২ বৎসর

এই এক বৎসর ছাত্রদের একটী Particular Subject এ Special Study করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু research করার চেষ্টা করতে হবে। Researchএর ফল হবে পরীক্ষার বিষয়।

Pass Degree নিয়ে যারা Post Graduate এ পড়তে চায় তাদের Honours Degree Examination এর পাঁচটী Paper এ পরীক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তারা Pass Degree নিয়ে Honours student দের সঙ্গে class work করতে পারে। তাদের জন্য ভিন্ন class করার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কারণ Post Graduate study Honours Student দের জন্যই reserved রাখা উচিত। তাহলে Post Graduate study সার্থক্ হবে।

আজকাল গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কাজের যোগ্যতাই B. A. পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হয়েই লাভ করা যায়। Post Graduate শিক্ষা নিত্যনূতন জ্ঞান আবিষ্কারের পথ সহজ করার উদ্দেশ্যেই Concentrate করা উচিত। যাদের অর্থ ও অবসর আছে তাদেরই এই শিক্ষায় যাওয়া উচিত। অন্য

ভক্ষ্য ধনুর্গুণ যারা তারা কোন গতিকে Degree টা হাসিল করেই বাস্ করে। তাতে Advancement of Learning এর জন্য আর ক'জন চেষ্টা করতে পারে? গভর্ণমেণ্টও চাকরীর বাজারে Post Graduate Degreeর উপর জোর দেওয়ায় উহার কদর ঢের কমে গেছে। ফলে আমাদের সকলেরই জ্ঞান Superficial হচ্ছে। এম. এ. Degree নিয়েও আমরা কাঁঠালের আমসত্ব হয়ে থাকি। জ্ঞানের পরিধি—Professor দের Note এর বাইরে বড় বাড়ে না। কারণ চাকরীর জন্য Degree নিতে হবে যখন তখন উত্তীর্ণ হওয়ার যে অমোঘ উপায় Note তার বাহিরে যাওয়ার ত কোন দরকার নাই। এইরূপে আমাদের Knowledge অত্যন্ত Poor হয়ে যাচ্ছে। এদিকেও শিক্ষাসংস্কারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এখন, অনেকে কথা তুলতে পারেন, 'তাহলে কি নূতন পুরাতন মাদ্রাসার Curriculum একেবারে তুলে দেওয়া উচিত?' আমার মনে হয় উচিত। কারণ এতে আমাদের বহুরত্ন অনাবশ্যকভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই *huge waste* (মারাত্মক ক্ষতি) নিবারণ করা দরকার। অবশ্য আমার আলোচ্য Curriculum অনুসরণ করলে যাঁরা মোহাদ্দেস হতে চান বা বড় মৌলানা হতে চান তাঁরা অনায়াসেই আধুনিক জ্ঞান গুণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা হাসিল করতে পারবেন। ইউনিভার্সিটীর শেষ পর্য্যন্ত Faculty of Theologyর বিষয়গুলি গ্রহণ করলে তাঁরা এক একজন মস্ত বড় মৌলানা হতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। তাঁরা ঐ সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্র নিংড়ে নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করে আধুনিক জগতের রঙে রাঙিয়ে সকলের হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারবেন। প্রাচীনপন্থী মৌলানারা একরূপ barren—আবৃত্তি করাই তাঁদের কাজ; নূতন করে ভাববার ক্ষমতা তাঁদের আদৌ নাই এবং সে

সাহসও অর্জ্জন করতে তাঁরা পারেন না। কিন্তু এই Faculty of Theology যাঁরা উত্তীর্ণ হয়ে আসবেন তাঁরা হবেন দস্তুরমত Productive. তাঁরা নূতন করে ভাববার জন্য যে নৈতিক বলের দরকার তা সহজেই অর্জ্জন করতে পারবেন। তাঁদের দ্বারাই ইস্‌লামের নবস্ফূর্ত্তি সম্ভবপর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

উপরোক্ত বিভিন্নস্তরের বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত পঠনীয় বিষয় সমূহ একটি উপযুক্ত কমিটির সাহায্যে নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য। Gradation of Lessons ব্যাপারটা detail এর বিষয়।

এইক্ষণ শিক্ষাসংস্কারের জন্য কিরূপে কমিটী গঠিত হতে পারে সে বিষয় একটু আলোচনা করেই এই আলোচনার উপসংহার করব।

এখন, এই শিক্ষাসংস্কার করবার জন্য পাঁচটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

(১) আমাদের individual cultural বৈশিষ্ট্য

(২) Culture of our neighbour (হিন্দু কালচার)

(৩) ব্রিটিশ জাতির প্রভাব

(৪) আধুনিক Science ও Philosophy

(৫) আমাদের জন্মভূমির ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় আদর্শ (Political Ideal)

এই পাঁচটী বিষয়ের সামঞ্জস্য সাধন করে আমাদের শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার করতে হবে। সুতরাং এমন কমিটী গঠিত হওয়া চাই যাতে হিন্দু, মুস্‌লমান ও ব্রিটিশ মনোভাবের একটী effective reconciliation সম্ভবপর হতে পারে। কমিটী শুধু মুস্‌লমান নিয়ে গঠন করলে আশানুরূপ ফল হবে না। উভয় সম্প্রদায়ই তাহলে কমিটীকে সন্দেহের চক্ষে দেখবেন। তাহলে সকলের confidence পাওয়া যাবে না। অথচ শিক্ষাসংস্কারের মূলে confidence একটী মস্তবড় মূলধন। তাছাড়া, মুস্‌লমান মেম্বরগণ

ইংরাজ ও হিন্দু মনোভাব সম্বন্ধে হয়ত অনেক ভুলধারণা পোষণ করতে পারেন। সুতরাং সেই ভুলধারণার বশবর্ত্তী হয়ে যদি কমিটী সংস্কার প্রস্তাব করেন তাহলে সে প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে না। মনে রাখতে হবে, **এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রত্যেক মুস্‌লমান ছাত্র হিন্দু ও ইউরোপীয় কালচারকে হজম করে তার উপর মুস্‌লিম কালচারের সৌধ নির্ম্মাণে নৈপুণ্যলাভ করতে পারে। চরিত্র-শক্তি ও জ্ঞান-প্রাখর্য্যে মুস্‌লিম ছাত্র যেন কাহারও চেয়ে নিকৃষ্ট না হয়** এই হবে কমিটীর উদ্দেশ্য। কাজেই সকলেরই মত, মনোভাব ও পরামর্শ সংগ্রহ করে সে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। খুব সতর্কতার সহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দূরদর্শী অভিজ্ঞ প্রখরমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণকে নিয়ে এই কমিটী গঠিত হওয়া উচিত। এজন্য আমি প্রস্তাব করতে চাই বাংলার শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী অবিলম্বে একটী special conference আহ্বান করুন—এই conference এ দল বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমস্ত গণ্যমান্য নবীন প্রবীণ ব্যক্তিকে আহ্বান করা হোক। তাঁদের মত নিয়ে একটী ছোট Sub-committee গঠিত হোক্। এই conference এ বিভিন্ন প্রদেশের বাছা বাছা দুচারজন হিন্দু মুস্‌লমানকেও আহ্বান করা কর্ত্তব্য।

উপসংহারে আমি আশাকরি, এই Scheme টী সহৃদয় ব্যক্তিগণ বিশেষ ভাবে আলোচনা সমালোচনা করবেন—ফলে এর দোষ ত্রুটী সমস্ত ধরা পড়বে এবং Hindu, Muslim ও European Culture এর ত্রিধারা reconcile করবার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হবে। এই তিনের সমন্বয় (Synthesis) না হলে ভারতবাসীর কোন প্রচেষ্টাই সার্থক্ ও সফল হবে না। সকলের চিন্তা কেন্দ্রীভূত হলে এই Scheme হতে আমাদের Primary,

Secondary ও Higher Educationএর Problems Solve করবার পথ বাহির হয়ে পড়বে।

এস্থলে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দু এক কথা বলা আবশ্যক। উপরে যে Curriculumই অনুসরণ করতে পারে। তবে তাদের Curriculumএ Cookery, knitting, embroidery ইত্যাদি domestic প্রয়োজন অনুসারে কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া তাঁদের হৃদয়, মন ও শরীরের বিকাশের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিষয় অবলম্বন করে একটু পৃথক ব্যবস্থা (Arrangement) করতে হবে। এটা detail এর বিষয়।

যে ক্ষুদ্র চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার ফলে আমি আজ এই সমস্যার কথা সমাজের সামনে পেশ করতে দুঃসাহসী হয়েছি তাই উপলক্ষ করে যদি সমাজের Expertগণ সত্যকার শিক্ষাসংস্কারের জন্য ব্রতী হন তাহলেই আমি নিজকে ভাগ্যবান্ মনে করব।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

১৯২২-২৩ হইতে ১৯২৬-২৭ সনের সরকারী পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে দেখতে পাই মুসলিম ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার উন্নতি হয় নাই। রিপোর্ট হতে উদ্ধৃত করা যাক্।

	১৯২২-২৩	১৯২৬-২৭
মোট ছাত্রসংখ্যা	৮৮০, ৩৭৪	১, ১৩৯, ৯৪৯

এতে আনন্দ করবার কিছুই নাই।

হাই মাদ্রাসা—	৮	১৭
ছাত্র সংখ্যা—	১, ১৯৬	৪, ২০৪
জুনিয়র মাদ্রাসা—	৩২৯	৫২১
ছাত্র সংখ্যা—	২৩, ৮৪০	৪৬, ৭৯৫

মাদ্রাসার দিকে কেমন ঝোঁক তা এতেই বুঝা যাবে। কিন্তু কৃতিত্বের পরিমাণ বড় অল্প। রিপোর্টে দেখি, "Only 115 Students passed from the 17 High Madrassahs and 731 from 521 Junior Madrassahs—a very poor out turn."

এর পরিণাম কি, ভেবে দেখুন। মাদ্রাসা শিক্ষা যে inefficient তা রিপোর্টেও উল্লিখিত হয়েছে। মুস্‌লিম শিক্ষা যে আশানুরূপ উন্নতিলাভ করতে পারছে না তার কারণ রিপোর্টে দেখ্‌ছি এই,—

"There is then little room for congratulation on the progress of the community in education. The forces that retard progress are the same as those exposed in the 5th. quinquennial Report—(1) the apathy of the people ; (2) the dispersion of the Mahammadan population in villages often far

(3) the scarcity of Muslim-managed high Schools; (4) The prefernece for special institution like Madrassahs and Maktabs controlled by Moslems and teaching Islamic ritual and Religion. These causes are still operative and apparently in no diministing measure." Cal. Gaz. Aug. 2,1928, p. 910.

এ সমস্ত কারণগুলি দূর করবার জন্য আমাদের কি উঠেপড়ে লাগা উচিত নয়?